মিরানা ইসলাম
সহকারী শিক্ষক
চুকনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়
ডুমুরিয়া, খুলনা

চুকনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়
বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা
অধ্যায়ঃ দ্বিতীয়
বিশ্বসভ্যতা
শ্রেণিঃ ৯ম/১০ম

📘 মেসোপটেমীয় সভ্যতা থেকে জ্ঞানমূলক প্রশ্নঃ

📘 মেসোপটেমীয় সভ্যতা: প্রশ্ন ও উত্তরঃ

১. প্রশ্ন: 'মেসোপটেমিয়া' শব্দটির অর্থ কী?
উত্তর: দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি।

২. প্রশ্ন: 'মেসোপটেমিয়া' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
উত্তর: গ্রিক ভাষা থেকে।

৩. প্রশ্ন: মেসোপটেমিয়া সভ্যতা কোন দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল?
উত্তর: টাইগ্রিস (দজলা) ও ইউফ্রেটিস (ফোরাত) নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে।

৪. প্রশ্ন: 'ফার্টাইল ক্রিসেন্ট' বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: অর্ধচন্দ্রাকৃতির উর্বর ভূমি অঞ্চল।

৫. প্রশ্ন: ফার্টাইল ক্রিসেন্ট অঞ্চলে কোন কোন দেশ অন্তর্ভুক্ত?
উত্তর: ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন ও জর্দান।

৬. প্রশ্ন: মেসোপটেমীয় সভ্যতার প্রধান চারটি জাতিগোষ্ঠীর নাম কী?
উত্তর: সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, অ্যাসিরীয় ও ক্যালডীয়।

৭. প্রশ্ন: মেসোপটেমিয়া সভ্যতার সূচনা আনুমানিক কত খ্রিষ্টপূর্বাব্দে?
উত্তর: প্রায় ৫০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।

৮. প্রশ্ন: মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের উত্তরে কোন পার্বত্য অঞ্চল অবস্থিত?
উত্তর: আর্মেনিয়ার পার্বত্য অঞ্চল।

৯. প্রশ্ন: মেসোপটেমিয়ার পশ্চিম ও দক্ষিণে কোন মরুভূমি রয়েছে?
উত্তর: আরব মরুভূমি।

১০. প্রশ্ন: মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় কৃষির জন্য কোন পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল?
উত্তর: সেচ পদ্ধতি।

📗 প্রাচীন নগর ও সংস্কৃতি

১১. প্রশ্ন: মেসোপটেমিয়ার প্রথম বসতি স্থাপনকারী জাতি কারা?
উত্তর: সুমেরীয়রা।

১২. প্রশ্ন: ইউবেইদ সংস্কৃতি কোথায় পাওয়া গেছে?
উত্তর: মেসোপটেমিয়ার ইউবেইদ অঞ্চলে।

১৩. প্রশ্ন: 'ইউরুক' শহরের অন্য নাম কী?
উত্তর: ইরেচ (Erech)।

১৪. প্রশ্ন: জিগুরাত কী ধরনের স্থাপনা?
উত্তর: ধাপবিশিষ্ট ধর্মীয় মন্দির।

১৫. প্রশ্ন: প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার উল্লেখযোগ্য নগররাষ্ট্রগুলোর নাম কী?
উত্তর: উর, ইউরুক, লাগাশ, উম্মা।

📕 সভ্যতার অর্জন ও জীবনযাপন

১৬. প্রশ্ন: মেসোপটেমীয়দের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার কী?
উত্তর: চাকা।

১৭. প্রশ্ন: মেসোপটেমিয়ার প্রধান কৃষিজ ফসল কী ছিল?
উত্তর: যব।

১৮. প্রশ্ন: মেসোপটেমীয়রা কোন ধরনের পশুপালন করত?
উত্তর: ভেড়া ও ছাগল পালন করত।

১৯. প্রশ্ন: ফসল পরিবহনে স্থলপথে কোন প্রাণী ব্যবহার করা হতো?
উত্তর: গাধা।

📕 বিজ্ঞান, আইন ও ধর্ম

২০. প্রশ্ন: হাম্মুরাবির আইনে মোট কতটি ধারা ছিল?

উত্তর: ২৮২টি ধারা।

📘 মেসোপটেমীয় সভ্যতা: জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

🔹 প্যারা ১: নামকরণ ও অবস্থান

প্রশ্ন: মেসোপটেমিয়া শব্দের অর্থ কী?

👉 দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি।

প্রশ্ন: মেসোপটেমিয়া শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

👉 গ্রিক ভাষা থেকে।

প্রশ্ন: মেসোপটেমিয়া কোন দুই নদীর মাঝে অবস্থিত?

👉 টাইগ্রিস (দজলা) ও ইউফ্রেটিস (ফোরাত) নদীর মাঝে।

প্রশ্ন: ফার্টাইল ক্রিসেন্ট কী?

👉 অর্ধচন্দ্রাকৃতির উর্বর ভূমি।

🔹 প্যারা ২: বিস্তার ও ভৌগোলিক সীমানা

প্রশ্ন: ফার্টাইল ক্রিসেন্ট অঞ্চলে কোন কোন দেশ অন্তর্ভুক্ত?

👉 ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন ও জর্দান।

প্রশ্ন: মেসোপটেমিয়ার উত্তরে কোন অঞ্চল রয়েছে?

👉 আর্মেনিয়ার পার্বত্য অঞ্চল।

প্রশ্ন: মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে কী অবস্থিত?

👉 পারস্য উপসাগর।

🔹 প্যারা ৩: জাতিগোষ্ঠী ও সভ্যতার সূচনা

প্রশ্ন: মেসোপটেমীয় সভ্যতার প্রধান জাতিগোষ্ঠী কারা?

👉 সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, অ্যাসিরীয় ও ক্যালডীয়।

প্রশ্ন: মেসোপটেমিয়া সভ্যতা কখন শুরু হয়?

👉 প্রায় ৫০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।

প্রশ্ন: মেসোপটেমিয়ায় কোন কোন জাতিগোষ্ঠী বসবাস করত?

👉 সুমেরীয়, আক্কাদীয়, আমোরাইট, অ্যাসিরীয় ও ক্যালডীয়।

🔹 প্যারা ৪: প্রাচীন বসতি ও সংস্কৃতি

প্রশ্নঃ মেসোপটেমিয়ায় প্রথম বসতি স্থাপন করে কারা?

👉 সুমেরীয়রা।

প্রশ্ন: মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় ইউবেইদ সংস্কৃতি কোথায় পাওয়া গেছে?

👉 ইউবেইদ অঞ্চলে।

প্রশ্ন: মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় ইউরুক শহরের অন্য নাম কী?

👉 ইরেচ।

প্রশ্ন: মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় আনুর মন্দির কোথায় অবস্থিত?

👉 ইয়াননায়।

🔹 প্যারা ৫: নগররাষ্ট্র

প্রশ্ন: মেসোপটেমিয়ার উল্লেখযোগ্য নগররাষ্ট্রগুলোর নাম কী?

👉 উর, ইউরুক, লাগাশ, উম্মা।

প্রশ্ন: মেসোপটেমিয়ায় নগররাষ্ট্র কখন গড়ে ওঠে?

👉 প্রায় ৩৫০০–৩০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।

🔹 প্যারা ৬: সভ্যতার অর্জন

প্রশ্ন: মেসোপটেমীয়দের প্রধান আবিষ্কার কী?

👉 চাকা।

প্রশ্ন: মেসোপটেমীয়রা কীভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করত?

👉 খাল খননের মাধ্যমে।

🔹 প্যারা ৭: কৃষি ও পশুপালন

প্রশ্ন: মেসোপটেমিয়ার প্রধান ফসল কী ছিল?

👉 যব।

প্রশ্ন: মেসোপটেমিয়ারা কৃষিতে কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হতো?

👉 কাঠের লাঙল ও পাথরের কুঠার।

প্রশ্ন: মেসোপটেমিয়ারা স্থলপথে পরিবহনের জন্য কোন প্রাণী ব্যবহৃত হতো?

👉 গাধা।

🔹 প্যারা ৮: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

প্রশ্ন: মেসোপটেমিয়ারা এক ঘণ্টাকে কত মিনিটে ভাগ করেছিলো?

👉 ৬০ মিনিটে।

প্রশ্ন: মেসোপটেমিয়ারা বছরকে কত মাসে ভাগ করেছিলো?

👉 ১২ মাসে।

প্রশ্ন: মেসোপটেমীয় সভ্যতায় পৃথিবীকে কত ডিগ্রিতে ভাগ করা হয়েছিল?

👉 ৩৬০ ডিগ্রিতে।

🔹 প্যারা ৯: ভাষা ও সাহিত্য

প্রশ্ন: মেসোপটেমীয়রা কোন ধরনের লেখন পদ্ধতি ব্যবহার করত?

👉 চিত্রলিপি (কিউনিফর্ম)।

প্রশ্ন: মেসোপটেমীয়দের বিখ্যাত মহাকাব্যের নাম কী?

👉 গিলগামেশ।

🔹 প্যারা ১০: নগর ব্যবস্থা

প্রশ্ন: শহরের দেয়াল কী দিয়ে তৈরি ছিল?

👉 রোদে শুকানো ইট দিয়ে।

প্রশ্ন: ইউরুক শহরের দুর্গের দৈর্ঘ্য কত ছিল?

👉 প্রায় ৬ মাইল।

🔹 প্যারা ১১: আইন ও বিচার

প্রশ্ন: মেসোপটেমীয় সভ্যতায় হাম্মুরাবির আইন কোথায় পাওয়া গেছে?

👉 সিপার দুর্গে।

প্রশ্ন: মেসোপটেমীয় সভ্যতায় হাম্মুরাবির আইনে কয়টি ধারা ছিল?

👉 ২৮২টি।

প্রশ্নঃ মেসোপটেমীয় সভ্যতায় পারস্যের সিপার দুর্গে পাওয়া কালো-সবুজ পাথরের উচ্চতা কত ফুট?

👉 ৮ ফুট।

প্রশ্নঃ মেসোপটেমীয় সভ্যতায় পারস্যের সিপার দুর্গে পাওয়া কালো-সবুজ পাথরটি বর্তমানে কোথায় সংরক্ষিত আছে?

👉 প্যারিসের ল্যুভ জাদুঘরে।

🔹 প্যারা ১২: ধর্ম

প্রশ্ন: **মেসোপটেমিয়ার প্রধান মন্দিরের নাম কী?**

👉 জিগুরাত।

প্রশ্ন: মেসোপটেমিয়ার সূর্য দেবতার নাম কী?

👉 শামাশ।

প্রশ্ন: মেসোপটেমিয়ার পানির দেবতার নাম কী?

👉 এনকি।

প্রশ্নঃ মেসেপটেমিয়ার রাজা কোন ধর্ম পরিচালনা করতেন?

👉 পাতেজী।

🔹 প্যারা ১৩: রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য

প্রশ্ন: মেসোপটেমিয়ার জাতিসত্তা কেমন ছিল?

👉 মিশ্র জাতির।

প্রশ্ন: কেন মেসোপটেমিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা অস্থির ছিল?

👉 বহিঃশত্রুর আক্রমণের কারণে।

-------------o-------------

“সিন্ধুসভ্যতা” অনুচ্ছেদ থেকে **SSC পরীক্ষায় আসতে পারে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তরঃ

🔰 পটভূমি (Background):

প্রশ্ন ১: সিন্ধুসভ্যতা নামটি কেন রাখা হয়েছে?

উত্তর: সিন্ধু নদের অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল বলে।

প্রশ্ন ২: সিন্ধুসভ্যতার আরেক নাম কী?

উত্তর: হরপ্পা সভ্যতা বা হরপ্পা সংস্কৃতি।

প্রশ্ন ৩: সিন্ধু সভ্যতার কোথায় উঁচু উঁচু মাটির ঢিবি ছিলো?

উত্তর: পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় মহেঞ্জোদারো শহরে।

প্রশ্ন ৪: ‘মহেঞ্জোদারো’ শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: মরা মানুষের ঢিবি।

প্রশ্ন ৫: সিন্ধু সভ্যতায় মহেঞ্জোদারো আবিষ্কারে কে নেতৃত্ব দেন?

উত্তর: রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রশ্ন ৬: সিন্ধু সভ্যতায় হরপ্পা আবিষ্কার করেন কে?
উত্তর: দয়ারাম সাহানী।
প্রশ্ন ৭: সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন হিসাবে ১৯২২-২৩ সালে কোন স্থান আবিষ্কৃত হয়?
উত্তর: হরপ্পা।
প্রশ্ন ৮: সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কারে নেতৃত্ব দেন কে?
উত্তর: জন মার্শাল।

🌏 ভৌগোলিক অবস্থান:

প্রশ্ন ৯: সিন্ধুসভ্যতার প্রধান নিদর্শন কোথায় পাওয়া গেছে?
উত্তর: মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা।
প্রশ্ন ১০: সিন্ধুসভ্যতা কোন কোন অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল?
উত্তর: পাকিস্তানের পাঞ্জাব, সিন্ধু, ভারতের পাঞ্জাব, রাজস্থান ও গুজরাট।
প্রশ্ন ১১: সিন্ধুসভ্যতা কত বিস্তৃত এলাকায় গড়ে উঠেছিল?
উত্তর: পাঞ্জাব থেকে আরব সাগর পর্যন্ত।

⏳ সময়কাল:

প্রশ্ন ১২: সিন্ধুসভ্যতার সম্ভাব্য সময়কাল কত?
উত্তর: ৩৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ।
প্রশ্ন ১৩: আর্য জাতির আক্রমণের ফলে সিন্ধুসভ্যতার পতন কবে ঘটে?
উত্তর: ১৫০০ বা ১৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।
প্রশ্ন ১৪: মর্টিমার হুইলারের মতে সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল কত?
উত্তর: ২৫০০–১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ।

🏛️ রাজনৈতিক অবস্থা:

প্রশ্ন ১৫: সিন্ধুসভ্যতার শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে কী জানা যায়?
উত্তর: নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না।
প্রশ্ন ১৬: সিন্ধুসভ্যতার শহরগুলো কীভাবে নির্মিত ছিল?
উত্তর: পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী উঁচু ভিতের উপর।
প্রশ্ন ১৭: সিন্ধুসভ্যতার নগর দুর্গ কোথায় নির্মাণ করা হতো?
উত্তর: শহরের এক পাশে উঁচু ভিত্তির উপর।
প্রশ্ন ১৮: সিন্ধুসভ্যতার নগর দুর্গে কারা বসবাস করত?
উত্তর: শাসনকর্তারা।
প্রশ্ন ১৯: সিন্ধু সভ্যতার শাসনব্যবস্থা কেমন ছিল?
উত্তর: একই ধরনের কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা।

👨‍👩‍👦 সামাজিক অবস্থা:

প্রশ্ন ২০: সিন্ধুসভ্যতার সমাজব্যবস্থা কেমন ছিল?
উত্তর: সমাজবদ্ধ ও একক পরিবারভিত্তিক।
প্রশ্ন ২১: সিন্ধু সভ্যতার যুগে সমাজে কী ধরনের বিভাজন ছিল?
উত্তর: ধনী ও দরিদ্র শ্রেণি।
প্রশ্ন ২২: সিন্ধু সভ্যতার যুগে কৃষকরা কোথায় বাস করত?
উত্তর: গ্রামে।
প্রশ্ন ২৩: সিন্ধু সভ্যতায় পোশাক তৈরিতে কী ব্যবহার হতো?
উত্তর: সুতা ও পশম।
প্রশ্ন ২৪: সিন্ধু সভ্যতার সমাজব্যবস্থা কেমন ছিল?
উত্তর: মাতৃতান্ত্রিক।
প্রশ্ন ২৫: সিন্ধু সভ্যতায় নারীদের অলংকার কী কী ছিল?
উত্তর: হার, আংটি, দুল, চুড়ি, বালা ইত্যাদি।
★★ সিন্ধু সভ্যতার যুগে কোন পরিবেশে বসবাস করতো?
উঃ সমাজবদ্ধ পরিবেশে।

💰 অর্থনৈতিক অবস্থা:

প্রশ্ন ২৬: সিন্ধু সভ্যতার অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি কী ছিল?
উত্তর: কৃষি।
প্রশ্ন ২৭: সিন্ধু সভ্যতার অর্থনীতির আরেকটি প্রধান দিক কী?
উত্তর: পশুপালন।
প্রশ্ন ২৮: সিন্ধু সভ্যতা কোন কোন শিল্পে উন্নতি হয়েছিল?
উত্তর: মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প, বয়নশিল্প।

প্রশ্ন ২৯: সিন্ধু সভ্যতার বণিকদের সাথে কোন কোন দেশের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিলো?
উত্তর: আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, মধ্য এশিয়া, পাটস্য, মেসোপটেমিয়া, দক্ষিণ ভারত, রাজপুতনা, গুজরাট ইত্যাদি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিলো।

🛕 ধর্মীয় অবস্থা:

প্রশ্ন ৩০: সিন্ধুসভ্যতার মানুষদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয় কেনো ?
উত্তর: সিন্ধু সভ্যতায় কোনো মন্দির বা মঠের চিহ্ন পাওয়া যায়নি বলে।
প্রশ্ন ৩১: সিন্ধুবাসীরা কী ধরনের পূজা করত?
উত্তর: মাতৃপূজা।
প্রশ্ন ৩২: সিন্ধুবাসীরা কী কী উপাসনা করত?
উত্তর: বৃক্ষ, পাথর, সাপ, পশু-পাখি।
প্রশ্ন ৩৩: সিন্ধুবাসী কিসে বিশ্বাস করত কি?
উত্তর: পরলোকে।

🏙️ নগর পরিকল্পনা:

★★ সিন্ধুসভ্যতার এলাকায় যেসব শহর আবিস্কৃত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় শহর দুটির নাম কি?
উঃ হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারো।
প্রশ্ন ৩৪: সিন্ধু সভ্যতার শহরের ঘরবাড়ি কী দিয়ে তৈরি ছিল?
উত্তর: পোড়ামাটির ইট।
প্রশ্ন ৩৫: সিন্ধু সভ্যতার রাস্তা কেমন ছিল?
উত্তর: সোজা ও পাকা।
প্রশ্ন ৩৬: সিন্ধু সভ্যতার প্রতিটি বাড়িতে কী কী সুবিধা ছিল?
উত্তর: খোলা জায়গা, কূপ ও স্নানাগার।

★★ সিন্ধু সভ্যতা যুগের অধিবাসীরা কোন ধরনের জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলো?
উঃ উন্নত নগরকেন্দ্রিক জীবনযাপনে।

⚖️ পরিমাপ পদ্ধতি:

প্রশ্ন ৩৮: সিন্ধু সভ্যতা যুগের অধিবাসীরা কী পরিমাপ করতে শিখেছিলো?
উত্তর: দ্রব্যের ওজন।

★★ কোন আবিস্কারটি সিন্ধুসভ্যতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে?
উঃ দ্রব্যের ওজন পরিমাপ পদ্ধতি।
প্রশ্ন ৩৯: সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীরা দ্রব্যের ওজন পরিমাপের জন্য কী ব্যবহার করত?
উত্তর: ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির বাটখারা।

★★ সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীরা দৈর্ঘ্য মাপের জন্য কি ব্যবহার করতো?
উঃ দাগ কাটা স্কেল।

🎨 শিল্প:

প্রশ্ন ৪০: সিন্ধু সভ্যতা যুগের অধিবাসীরা মাটির পাত্র তেরি করার জনয় কোন যন্ত্র ব্যবহার করত?
উত্তর: কুমারের চাকা।

★★ সিন্ধুসভ্যতা যুগের তাঁতিরা কোন শিল্পে পারদর্শী ছিলো?
উঃ বয়নশিল্পে

★★ সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীরা ধাতুর সাহায্যে কি কি জিনিস তৈরি করতো?
উঃ আসবাবপত্র, অস্ত্র এবং অলঙ্কার।
প্রশ্ন ৪১: সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীরা কোন ধাতু দিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করত?
উত্তর: তামা ও টিন।
প্রশ্ন ৪২: সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীরা কোন ধাতু ব্যবহার জানত না?
উত্তর: লোহা।

★★ সিন্ধুসভ্যতা যুগের কারিগররা তৈজসপত্র তৈরি করতো কোন কোন ধাতু দিয়ে?
উঃ রুপা, তামা, ব্রোঞ্জ।

★★ সিন্ধুসভ্যতা যুগের কারিগররা কোন কোন ধাতুর অলংকার তৈরিতে পারদর্শী ছিলো?
উঃ সোনা, রুপা, তামা, ইলক্ট্রাম ও ব্রোঞ্জ।

★★ সিন্ধুসভ্যতা যুগে কোন কন অলংকার উল্লেখযোগ্য ছিলো?
উঃ আংটি, বালা, নাকফুল, গলার হার, কানের দুল, বাজুবন্ধ ইত্যাদি।

🏗 স্থাপত্য ও ভাস্কর্য:

প্রশ্ন ৪৩: সিন্ধুসভ্যতা যুগের অধিবাসীরা কিসের নিদর্শন রেখে গেছে?

উঃ গুরুত্বপূর্ণ ও চমৎকার স্থাপত্যশৈলীর।

★★ সিন্ধুসভ্যতা যুগে কত কক্ষের বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে?

উত্তর: ২ কক্ষ থেকে ২৫টি কক্ষ।

★★ সিন্ধুসভ্যতা যুগে মহেঞ্জোদারোর স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ কি ছিলো?

উঃ বৃহৎ মিলনায়তন।

★★ সিন্ধুসভ্যতা যুগে মহেঞ্জোদারোর বৃহৎ মিলনায়তন স্থাপত্যটি কত ফুট জায়গাজুড়ে তৈরি হয়েছিলো?

উঃ ৮০ ফুট।

প্রশ্ন ৪৪: সিন্ধুসভ্যতা যুগের নিদর্শন হিসেবে মহেঞ্জোদারোতে কি পাওয়া গেছে ?

উত্তর: বৃহৎ স্নানাগার।

প্রশ্ন ৪৫: সিন্ধুসভ্যতা যুগের নিদর্শন হিসেবে হরপ্পায় কী পাওয়া গেছে?

উত্তর: বৃহৎ শস্যাগার।

প্রশ্ন ৪৬: সিন্ধুসভ্যতা যুগের নিদর্শন হিসেবে মোট কয়টি ভাস্কর্য পাওয়া গেছে?

উত্তর: ১৩টি।

প্রশ্ন ৪৭: সিন্ধুসভ্যতা যুগের কতটি সিল পাওয়া গেছে?

উত্তর: প্রায় ২৫০০টি।

------------o-----------

📘 মিশরীয় সভ্যতা — গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানমুলক প্রশ্ন ও উত্তর:

🔰 পটভূমি:

১. প্রশ্ন: মিশর কোথায় অবস্থিত?

উত্তর: আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব অংশে।

২. প্রশ্ন: মিশরীয় সভ্যতার উৎপত্তি কোথায়?

উত্তর: নীল নদের অববাহিকায়।

৩. প্রশ্ন: মিশরীয় সভ্যতা কখন গড়ে ওঠে?

উত্তর: খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০–৩২০০ অব্দে।

৪. প্রশ্ন: মিশরের ঐতিহাসিক যুগ শুরু হয় কখন?

উত্তর: খ্রিষ্টপূর্ব ৩২০০ অব্দে।

৫. প্রশ্ন: মিশরের প্রথম রাজা কে?

উত্তর: নারমার/মেনেস।

৬. প্রশ্ন: মিশরের প্রথম ফারাও কে ছিলেন?

উত্তর: মেনেস।

🌍 ভৌগোলিক অবস্থান:

৭. প্রশ্ন: মিশর কয়টি মহাদেশ দ্বারা ঘেরা?

উত্তর: তিনটি (এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ)।

৮. প্রশ্ন: মিশরের উত্তরে কী আছে?

উত্তর: ভূমধ্যসাগর।

৯. প্রশ্ন: মিশরের পূর্বে কী আছে?

উত্তর: লোহিত সাগর।

১০. প্রশ্ন: মিশরের পশ্চিমে কী আছে?

উত্তর: সাহারা মরুভূমি।

১১. প্রশ্ন: মিশরের দক্ষিণে কোন দেশ?

উত্তর: সুদান।

★★ মিশরের আয়তন কত বর্গমাইল?

উঃ প্রায় চার লক্ষ বর্গমাইল।

⏳ সময়কাল:

★★ মিশরের সভ্যতার সময়কাল কোন যুগে?

উঃ নবোপলীয় যুগে

★★ মিশরীয় সভ্যতার গোড়াপত্তন হয় কার নেতৃত্বে?

উঃ মেনেসের।

★★ ৬৭০-৬৬২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে কারা মিশরে আধিপত্য বিস্তার করে?

উঃ অ্যাসিরীয়রা।

১২. প্রশ্ন: মিশরীয় সভ্যতা কত বছর স্থায়ী ছিল?

উত্তর: প্রায় ২৫০০ বছর।

১৩. প্রশ্ন: প্রাচীন মিশরের সূচনা হয় কখন?

উত্তর: খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে।

১৪. প্রশ্ন: পারস্য কখন মিশর দখল করে?

উত্তর: খ্রিষ্টপূর্ব ৫২৫ অব্দে।

🏛️ রাষ্ট্র ও সমাজ:

১৫. প্রশ্ন: প্রাক-রাজবংশীয় যুগে নগররাষ্ট্রকে কী বলা হতো?

উত্তর: নোম।

১৬. প্রশ্ন: মেনেস কী করেন?

উত্তর: মিশরকে ঐক্যবদ্ধ করেন।

১৭. প্রশ্ন: রাজধানীর নাম কী ছিল?

উত্তর: মেমফিস।

১৮. প্রশ্ন: ফারাও শব্দের উৎপত্তি কোথা থেকে?

উত্তর: 'পের-ও' শব্দ থেকে।

১৯. প্রশ্ন: ফারাওরা নিজেদের কী মনে করত?

উত্তর: সূর্য দেবতার বংশধর।

২০. প্রশ্ন: সমাজে কয়টি শ্রেণি ছিল?

উত্তর: ৭টি (রাজপরিবার, পুরোহিত, অভিজাত, লিপিকার, ব্যবসায়ী, শিল্পী, কৃষক ও ভূমিদাস শ্রেণি)।

★★ মিশরের প্রথম রাজাকে কি বলা হতো?

উঃ মেনেস বা নারমার।

🌾 অর্থনীতি:

২১. প্রশ্ন: মিশরের অর্থনীতি কিসের উপর নির্ভরশীল ছিল?

উত্তর: কৃষি।

২২. প্রশ্ন: প্রধান ফসল কী ছিল?

উত্তর: গম, যব, তুলা, পেঁয়াজ, পিচফল।

২৩. প্রশ্ন: মিশর কী রপ্তানি করত?

উত্তর: গম, লিনেন কাপড়, মাটির পাত্র।

★★ মিশর কোন কোন জায়গায় তাদের উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করতো?

উঃ ক্রিট দ্বীপ, ফিনিশিয়া ও সিরিয়ায় রপ্তানি করতো।

২৪. প্রশ্ন: মিশরীয়রা কী আমদানি করত?

উত্তর: স্বর্ণ, রৌপ্য, হাতির দাঁত, কাঠ।

🌊 নীল নদ:

২৫. প্রশ্ন: মিশরের নীল নদের উৎপত্তি কোথা থেকে?

উত্তর: আফ্রিকার লেক ভিক্টোরিয়া।

২৬. প্রশ্ন: কে বলেছেন "মিশর নীল নদের দান"?

উত্তর: Herodotus।

২৭. প্রশ্ন: মিশরের নীল নদে বন্যার পর কী হতো?

উত্তর: পলিমাটি জমে জমি উর্বর হতো।

★★ নীল নদ না থাকলে মিশর কিসে পরিণত হতো?

উঃ মরুভূমিতে।

★★ প্রাচীন সভ্যতায় মকোন কোন বিষয়ে মিশরীয়দের অবদানে সমৃদ্ধ ছিলো?

উঃ ধর্মীয় চিন্তা, শিল্প, ভাস্কর্য, লিখন পদ্ধতি, কাগজের আবিস্কার, জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা ইত্যাদিতে।

🛕 মিশরীয়দের ধর্মবিশ্বাস

২৮. প্রশ্ন: মিশরীয়দের জীবনে কোন দেবতার গুরুত্ব ছিলো অনেক বেশি?

উত্তর: সূর্যদেবতা রে।

২৯. প্রশ্ন: ওসিরিস কে ছিলেন?

উত্তর: শস্য ও নীল নদের দেবতা।

৩০. প্রশ্ন: মিশরীয়রা কী বিশ্বাস করত?

উত্তর: মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম।

৩১. প্রশ্ন: মিশরীয়রা মমি কেন তৈরি করেছিলো?

উত্তর: মৃতদেহ সংরক্ষণ করতে।

★★ মিশরীয় সভ্যতায় কারা স্রষ্টার প্রতিনিধি হয়ে দেশ শাসন করতো?

উঃ ফারাওরা।

★★ ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে মিশরীয়দের ধারণা কি ছিলো?

উঃ সূর্যদেবতা 'রে' বা 'আমন রে' এবং প্রাকৃতিক শক্তি, শস্য ও নীল নদের দেবতা 'ওরিসিস' মিলিতভাবে সমগ্র পৃথিবী পরিচালিত করেন।

★★ মিশরীয়রা মমিকে রক্ষা করার জন্য কি তৈরি করেছিলো?

উঃ পিরামিড।

🎨 শিল্প ও ভাস্কর্য:

৩২. প্রশ্ন: মিশরীয় চিত্রকলার মূল উৎস কী?

উত্তর: ধর্মীয় বিশ্বাস।

৩৩. প্রশ্ন: মিশরীয়রা কিভাবে চিত্রশিল্পের সূচনা করে?

উত্তর: সমাধি ও মন্দিরের দেয়াল সাজাতে গিয়ে।

★★ মিশরীয়দের প্রিয় রং কি ছিলো?

উঃ সাদা-কালো।

★★ মিশরীয় চিত্রশিল্পীরা কোথায় কোথায় অসাধারণ ছবি এঁকেছেন?

উঃ সমাধি, মন্দির, প্রাসাদ,প্রমোদ কানন, সাধারণ ঘর-বাড়ির দেয়ালে।

★★ মিশরীয় চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবি থেকে কি ফুটে উঠেছে?

উঃ মিশরের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের কাহিনি।

★★ কোন শিল্পে মিশরীয় শিল্পীরা অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন?

উঃ কারুশিল্পে।

★★ কোন কোনো জিনিসপত্রের মধ্যে দিয়ে মিশরীয় কারুশিল্পের দক্ষতার প্রমাণ বহন করে?

উঃ আসবাবপত্র, মৃৎপাত্র, সোনা,রূপা,মূল্যবান পাথরে খচিত তৈজসপত্র, অলঙ্কার, মমির মুখোশ, দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র, হাতির দাঁত ও ধাতুর দ্রব্যাদি।

৩৪. প্রশ্ন: মিশরের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য কোনটি?

উত্তর: Great Sphinx of Giza। গিজার অতুলনীয় স্ফিংকস্।

৩৫. প্রশ্ন: মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিড কোনটি?

উত্তর: Great Pyramid of Giza। ফারও খুফুর পিরামিড।

★★ মিশরীয়দের তৈরি প্রতিটি ভাস্কর্য কিসের দ্বারা প্রভাবিত ছিলো?

উঃ ধর্মীয় ভাবধারা, আচার অনুষ্ঠান, মতাদর্শ দ্বারা।

★★ মিশরীয়দের প্রতিটি শিল্পই ছিলে কি?

উঃ ধর্মীয় শিল্পকলা।

✍️ লিখনপদ্ধতি:

★★ মিশরীয় সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো কি?

উঃ লিপি বা অক্ষর আবিস্কার।

★★ পাঁচ হাজার বছর পূর্বে মিশরীয়রা সর্বপ্রথম কতটি ব্যঞ্জনবর্ণের বর্ণমালা আবিস্কার করে?

উঃ ২৪টি।

৩৬. প্রশ্ন: মিশরীয়দের লিখনপদ্ধতির নাম কী ছিলো?

উত্তর: চিত্রলিপি।

★★ মিশরীয়দের লিখনপদ্ধতির এই চিত্রলিপিকে কি বলে।

উঃ হায়ারোগ্লিফিক।

★★ হায়ারোগ্লিফিক শব্দের অর্থ কি?

উঃ পবিত্র অক্ষর।

৩৭. প্রশ্ন: চিত্রলিপি কী?

উত্তর: ছবি দিয়ে ভাব প্রকাশের পদ্ধতি।

★★ মিশরীয়রা কি থেকে কাগজ বানাতে শেখে?

উঃ নলখাগড়া জাতীয় গাছের কান্ড থেকে।

৩৮. প্রশ্ন: গ্রিকরা এই কাগজের নাম কী দিয়েছিলো?

উত্তর: প্যাপিরাস।

৩৯. প্রশ্ন: রসেটা স্টোন কী?

উত্তর: একটি পাথর যাতে হায়ারোগ্লিফিক ও গ্রিক লেখা ছিল।

★★ কখন রসেটা স্টোন আবিস্কৃত হয়?

উঃ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মিশর জয়ের সময়।

★★ ইংরেজি পেপার শব্দের উৎপত্তি হয়েছে কোন শব্দ থেকে?

উঃ প্যাপিরাস।

🔬 বিজ্ঞান:

★★ মিশরীয় সভ্যতা কি নির্ভর ছিলো?

উঃ কৃষি নির্ভর।

৪০. প্রশ্ন: মিশরীয়রা গণিতের কোন দুটি বিষয় প্রচলন করে জানত?

উত্তর: জ্যামিতি ও পাটিগণিত।

৪১. প্রশ্ন: মিশরীয়রা প্রথম কী আবিষ্কার করে?

উত্তর: সৌর পঞ্জিকা (৩৬৫ দিন)।

★★ মিশরীয়রা সৌর পঞ্জিকা কত খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আবিষ্কার করে?

উঃ ৪২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।

★★ ৩৬৫ দিনে বছর এটি কারা আবিষ্কার করে?

উঃ মিশরীয়রা।

৪২. প্রশ্ন: প্রাচীন মিশরের অধিবাসীরা সময় নির্ধারণের জন্য কী কী আবিষ্কার করে?

উত্তর: সূর্যঘড়ি, ছায়াঘড়ি, পানিঘড়ি।

🏥 চিকিৎসা:

৪৩. প্রশ্ন: মিশরীয়রা কোন কোন রোগ নির্ণয় করতে জানত?

উত্তর: চোখ, দাঁত, পেটের রোগ।

৪৪. প্রশ্ন: চিকিৎসা ক্ষেত্রে মিশরীয়রা কী কী করতে পারত?

উত্তর: অস্ত্রোপচার, হাড় জোড়া লাগানো, হৃৎপিণ্ডের গতি এবং নাড়ির স্পন্দন নির্ণয় করতে পারত।

📚 সাহিত্য:

৪৫. প্রশ্ন: মিশরীয় সাহিত্য কেমন ছিল?

উত্তর: আশাবাদী ও আনন্দময়।

★★ মিশরীয়রা কি কি চর্চা করতো?

উঃ দর্শন ও সাহিত্য।

------------o------------

<u>*চৈনিক সভ্যতা*</u>

🔰 চৈনিক সভ্যতা: জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১. চীন দেশের কত ভাগ এলাকা পাহাড়, পর্বত ও মালভূমি দ্বারা গঠিত?

উত্তর: প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ (প্রায় ৪/৫ অংশ) এলাকা।

২. প্রাচীন চীন সভ্যতার প্রধান দুটি রাজবংশের নাম কী?

উত্তর: শাং ও চৌ।

৩. 'শাং' ও 'চৌ' যুগ কোন সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত?

উত্তর: চৈনিক সভ্যতা।

৪. প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা দীর্ঘকাল টিকে থাকার মূল কারণ কী?

উত্তর: ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক কারণ।

৫. ভৌগোলিকভাবে চীন দেশটি কেমন ছিল?

উত্তর: অন্য যেকোনো দেশের থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন এলাকা হলেও নানা দিক থেকে তারা ছিলো বেশ সমৃদ্ধ।

৬. চীনারা সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেয়নি কেন?

উত্তর: খাদ্য ও বাসস্থানের সংকটের কারনে।

৭. ভৌগোলিক অবস্থানগতভাবে চীনের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর নাম কী কী?

উত্তর: তিব্বত, সিংকিয়াং, মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়া।

৮. 'পিকিংম্যান' কারা ছিল?

উত্তর: প্রাচীন মানবগোষ্ঠী (Sinanthropus Pekinensis)।

৯. কোন সময় থেকে চৈনিক সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা শুরু হয়?

উত্তর: পিকিংম্যানের দেহাবশেষ পাওয়ার সময় থেকে।

১০. প্রাচীন চীনের সভ্যতা কয়টি অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল?

উত্তর: তিনটি অঞ্চলে।

★★ প্রাচীন চীন সভ্যতা মূলত কয়টি বিশেষ রাজবংশীয় শাসনামলের অর্জন?

উঃ দুটি।

🔰 নদী ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য

১১. হোয়াংহো নদীর ধীর প্রবাহ এর দুতীরে কোন ধরনের ভূমি সৃষ্টি করেছে?

উত্তর: বিস্তীর্ণ পলল ভূমি।

১২. হোয়াংহো নদীকে "চীনের দুঃখ" বলা হয় কেন?

উত্তর: ঘনঘন বন্যার কারণে ক্ষয়ক্ষতি হত।

১৩. ইয়াংজেকিয়াং নদী কী?

উত্তর: এটি দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত বিশ্বের অন্যতম বড় নদী।

১৪. দক্ষিণ চীনের পাহাড়ি অঞ্চল কীসে সমৃদ্ধ ছিল?

উত্তর: খনিজ সম্পদে।

১৫. দক্ষিণে চীনের বৈদেশিক বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার কারণ কি?

উত্তর: গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রবন্দর গড়ে ওঠায়।

১৬. চীনের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আলাদা হওয়ার কারণ কী?

উত্তর: ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা।

★★ চীনের প্রথম সভ্যতা গড়ে ওঠে কোন নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে?

উঃ হোয়াং হো নদী।

★★ প্রাচীন চীনে কোন কোন অঞ্চলে সভ্যতা গড়ে ওঠে?

উঃ চীনের প্রথম সভ্যতাটি গড়ে ওঠে **হোয়াং হো নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে,** দ্বিতীয়টি গড়ে ওঠে **ইয়াংজেকিয়াং তীরবর্তী অঞ্চলে** এবং তৃতীয়টি গড়ে ওঠে **দক্ষিণ চীনের সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে।**

★★ সভ্যতার অর্জন ও অবদান

🔰 দর্শন ও পৌরাণিক ধারণা

১৭. চীনা দর্শন কোন দুটো শক্তিকে বৃত্তাকারে ঘিরে থাকা এক বৃত্তের মাধ্যমে সৃষ্টিকুলের পরিচয় হিসেবে দেখে?

উত্তর: ইয়াং এবং ইন।

★★ চীনা দর্শনের দুটি শক্তির বৃত্তের রং কয়টি ছিলো ও কি কি?

উঃ দুটি। বৃত্তের এক অংশ ছিলো সাদা আর অন্যটি ছিলো কালো।

১৮. চৈনিক সভ্যতায় ‘ইয়াং’ কীসের প্রতীক?

উত্তর: ঔজ্জ্বল্য, উষ্ণতা ও কর্মক্ষমতার প্রতীক। 'ইয়াংকে' চৈনিক সভ্যতায় পুরুষসত্তা হিসেবে ধরা হয়।

১৯. চৈনিক সভ্যতায় ‘ইন’ কীসের প্রতীক?

উত্তর: অন্ধকার, নীরবতা, শীতলতা ও কোমলতার প্রতীক। 'ইন' কে চৈনিক সভ্যতায় নারী সত্তা হিসেবে ধরা হয়।

২০. চৈনিক সভ্যতায় ‘ইয়াং’ ও ‘ইন’-এর মিলনে কার জন্ম হয়েছে বলে মনে করা হয়?

উত্তর: পানকু।

২১. ‘পানকু’ কে ছিলেন?

উত্তর: পৌরাণিক মানব।

২২. পানকুর কতজন সহকারী ছিলো এবং তাদের নাম কি?

উত্তর: টার্টাল তথা কাছিম, কুইলিন, 'ড্রাগন' ও 'ফিনিক্স'।

🔰 শাসন ও ঐতিহাসিক ব্যক্তি

২৩. পৌরাণিক যুগের শাসক হিসেবে চার হাজার বছর পূর্বে চীনের বিভিন্ন জাতি মিলে কাকে নির্বাচিত করে?

উত্তর: হুয়াং তি।

২৪. হুয়াং তি কোথায় রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন?

উত্তর: হোয়াংহো নদীর উপত্যকায়।

২৫. হলদে সম্রাট নামে পরিচিত হুয়াং তির সময় চীনের লোকেরা কোন কোন জিনিস তৈরির পদ্ধতি আয়ত্ত্ব করেছিলো?

উত্তর: গুটিপোকার চাষ, নৌকা ও মালটানা গাড়ি তৈরির পদ্ধতি।

২৬. চৈনিক সভ্যতার হলদে সম্রাট হুয়াং তি এর সময় কোন পদ্ধতির সূচনা হয়েছিলো?

উত্তর: লিখনপদ্ধতির সূচনা।

২৭. চীনের লিখনপদ্ধির সূচনা কখন হয়েছিল?

উত্তর: হুয়াং তির সময়।

২৮. হুয়াং তির পর কারা রাজা হয়েছিলেন?

উত্তর: ইয়াও, সুন ও উ।

🔰 সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন

২৯. চীনের রাজারা বন্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কী করেছিলেন?

উত্তর: বন্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন।

৩০. চীনারা কোন কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছিল?

উত্তর: লিখনপদ্ধতি, মাছ ধরা, সংগীত, চিত্রকলা, পশুপালন ও রেশম চাষ।

★★ চীনাদের উপযুক্ত ধারণা ছিলো কোন কোন বিষয়ের উপর?

উঃ কৃষি, বাণিজ্য ও চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কে।

৩১. চৈনিক ইতিহাসের সূত্র হিসেবে কী পাওয়া যায়?

উত্তর: হাড়ের উপর লিখিত লিপি।

★★ চীনের কোন নদীতে প্রচুর বন্যা হতো?

উঃ হোয়াংহো নদীতে।

৩২. হোয়াংহো নদীর বন্যা চীনাদের কতবার রাজধানী পরিবর্তনে বাধ্য করেছিল?

উত্তর: পাঁচবার।

৩৩. চীনের অর্থনীতির মূল ভিত্তি কী ছিল?

উত্তর: কৃষি।

৩৪. চীনাদের প্রধান উৎপাদিত শস্য কী কী ছিল?

উত্তর: গম ও যব।

৩৫. চীনারা কীভাবে মাংসের চাহিদা পূরণ করত?

উত্তর: শিকার ও পশুপালনের মাধ্যমে।

৩৬. চীনের সাধারণ মানুষ কোন কোন পশু পালন করত?

উত্তর: কুকুর, শূকর, ছাগল, ভেড়া, ষাঁড়, ঘোড়া, হাঁস, মুরগি, মহিষ, বানর এবং হাতি।

৩৭. চীনাদের খাদ্য তালিকায় কোন মাংস জনপ্রিয় ছিল?

উত্তর: শূকর ও কুকুরের মাংস।

৩৮. চীনাদের শাং জনগোষ্ঠী যাযাবর ছিল না কেনো?

উত্তর: কৃষি ও পশুপালনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কারণে।

৩৯. চীনাদের শাং জনগোষ্ঠী কী ধরনের ঘরে বাস করত?

উত্তর: মাটির ঘর বা গর্তে।

🔰 প্রশাসন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান

৪০. চৈনিক রাজা কোন কোন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতো?

উত্তর: সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ, বেসামরিক কার্যাবলির তত্ত্বাবধান এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে নেতৃত্ব।

৪১. চীনের পুরোহিতদের কোন কোন ভূমিকা রাখত?

উত্তর: ধর্মীয়, জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং ক্যালেন্ডার তৈরিতে

৪২. চীনের পুরোহিতরা কোন শাস্ত্রের চর্চা করত?

উত্তর: জ্যোতিষশাস্ত্র।

৪৩. চীনের ক্যালেন্ডার তৈরিতে কারা ভূমিকা রাখত?

উত্তর: পুরোহিতরা।

৪৪. চীনের পুরোহিতরা কোন বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে?

উত্তর: অঙ্ক ও গণিতশাস্ত্র।

৪৫. চীনারা কত খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ নির্ধারণ করতে পেরেছিল?

উত্তর: চৌদ্দ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।

৪৬. সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ নির্ধারণ কেন গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

উত্তর: এটি ছিল যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক সাফল্য।

-----------o-------------

গ্রিকসভ্যতা: জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

🔰 পটভূমি

১. ইজিয়ান সাগরের দ্বীপপুঞ্জে ও এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে কী আবিষ্কৃত হয়?

➡️ উন্নত এক প্রাচীন নগর সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়।

২. উন্নত প্রাচীন নগর সভ্যতা কোথায় আবিষ্কৃত হয়েছিল?

➡️ ইজিয়ান সাগরের দ্বীপপুঞ্জে এবং এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে।

৩. কোন মহাকাব্যের নগরীর ধ্বংসস্তূপের সন্ধান পাওয়া যায়?

➡️ ট্রয় নগরীর ধ্বংসস্তূপের সন্ধান পাওয়া যায়।

৪. গ্রীক সভ্যতায় ট্রয় নগরীসহ কত নগরীর ধ্বংসস্তূপ পাওয়া যায়?

➡️ প্রায় একশ নগরীর ধ্বংসস্তূপ পাওয়া যায়।

৫. ইজিয়ান সভ্যতাকে আর কী বলা হয়?

➡️ প্রাক-ক্লাসিক্যাল গ্রিকসভ্যতা বলা হয়।

★★ গ্রিকসভ্যতা কাকে বলে?

উঃ ইজিয়ান সাগরের দ্বীপপুঞ্জে এবং এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে আবিষ্কৃত হয় উন্নত এক প্রাচীন নগর সভ্যতা। সন্ধান মেলে মহাকাব্যের ট্রয় নগরীসহ একশ নগরীর ধ্বংসস্তূপের। যাকে বলা হয় ইজিয়ান সভ্যতা বা প্রাক-ক্লাসিক্যাল গ্রিকসভ্যতা।

🔰 গ্রিক সভ্যতার বিস্তার

৬. কোন দ্বীপকে কেন্দ্র করে গ্রিকসভ্যতা গড়ে ওঠে?

➡️ ক্রিট দ্বীপ, গ্রিস উপদ্বীপের মূল ভূখন্ড, এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে এবং ইজিয়ান সাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ নিয়ে গড়ে ওঠে গ্রিকসভ্যতা।

৭. গ্রিকসভ্যতার অধিবাসীরা কেমন ছিল?

➡️ সমৃদ্ধশালী সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের অধিকারী ছিল।

৮. গ্রিকসভ্যতাকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?

➡️ দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

🔰 মিনিয়ন সভ্যতাঃ

৯. প্রথম গ্রিক সভ্যতার নাম কী?

➡️ মিনিয়ন সভ্যতা।

১০. মিনিয়ন সভ্যতার উদ্ভব কোথায় হয়েছিল?

➡️ ক্রিট দ্বীপে।

১১. মিনিয়ন সভ্যতার সময়কাল কত?

➡️ ৩০০০ থেকে ১৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত।

🔰 মাইসিনীয় বা ইজিয়ান সভ্যতা

১২. দ্বিতীয় গ্রিক সভ্যতার নাম কী?

➡️ মাইসিনীয় বা ইজিয়ান সভ্যতা।

১৩. মাইসিনি নগর কোথায় অবস্থিত ছিল?

➡️ গ্রিসের মূল ভূখন্ডের দক্ষিণ অঞ্চলে।

১৪. মাইসিনীয় সভ্যতার নামকরণ কীভাবে হয়?

➡️ মাইসিনি নগরের নাম অনুসারে।

১৫. মাইসিনীয় সভ্যতার সময়কাল কত ছিল?

➡️ ১৬০০ থেকে ১১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত।

১৬. কোন কারণে মাইসিনীয় সভ্যতার অবসান ঘটে বলে ধারণা করা হয়?

➡️ বন্যা অথবা বিদেশি আক্রমণের কারণে।

🔰 ভৌগোলিক অবস্থান ও সময়কাল:

১৭. গ্রিস দেশটি কোন কোন সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত?

➡️ আড্রিয়াটিক সাগর, ভূমধ্যসাগর ও ইজিয়ান সাগর দ্বারা।

১৮. গ্রিকসভ্যতার সঙ্গে কয়টি সংস্কৃতির নাম জড়িত?

➡️ দুইটি সংস্কৃতির নাম জড়িত।

১৯. গ্রিকসভ্যতার সঙ্গে জড়িত প্রথম সংস্কৃতির নাম কী?

➡️ হেলেনিক সংস্কৃতি।

২০. গ্রিকসভ্যতার দ্বিতীয় সংস্কৃতির নাম কী?

➡️ হেলেনিস্টিক সংস্কৃতি।

২১. হেলেনিক সংস্কৃতি কোথায় গড়ে উঠেছিল?

➡️ গ্রিক উপদ্বীপের প্রধান শহর এথেন্সকে কেন্দ্র করে।

২২. গ্রিক উপদ্বীপের প্রধান শহরের নাম কী?

➡️ এথেন্স।

২৩. কার নেতৃত্বে হেলেনিস্টিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে?

➡ আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে।

২৪. কোন শহরকে কেন্দ্র করে হেলেনিস্টিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে?

➡ মিশরের আলেকজান্দ্রিয়াকে কেন্দ্র করে।

২৫. হেলেনিস্টিক সংস্কৃতি কীভাবে সৃষ্টি হয়?

➡ গ্রিক ও অ-গ্রিক সংস্কৃতির মিশ্রণে।

🔰 সামরিক নগররাষ্ট্র স্পার্টা

২৬. প্রাচীন গ্রিসে অসংখ্য নগররাষ্ট্রের একটি কী ছিল?

➡ স্পার্টা।

২৭. স্পার্টা কোথায় অবস্থিত ছিল?

➡ দক্ষিণ গ্রিসের পেলোপনেসাস অঞ্চলে।

২৮. অন্যান্য নগররাষ্ট্র থেকে কোন নগররাষ্ট্র আলাদা ছিল?

➡ স্পার্টা।

২৯. স্পার্টানরা কিসের দ্বারা প্রভাবিত ছিল?

➡ সমরতন্ত্র দ্বারা।

৩০. স্পার্টানদের বেশি দৃষ্টি ছিলো কোন দিকে?

➡ সামরিক শক্তি সঞ্চয়ের দিকে।

৩১. স্পার্টানরা মানুষের কোন উন্নতির দিকে কম নজর দিত?

➡ মানবিক উন্নতির দিকে।

৩২. কত খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ডোরিয় যোদ্ধারা স্পার্টা দখল করে?

➡ ৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।

৩৩. কারা স্পার্টা দখল করেছিল?

➡ ডোরিয় যোদ্ধারা।

৩৪. পরাজিত স্থানীয় অধিবাসীদের কী বলা হতো?

➡ হেলট বা ভূমিদাস বলা হতো।

৩৫. কারা সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ **করতো?**

➡ হেলটরা

🔰 স্পার্টান সমাজব্যবস্থা

৩৬. কাদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল?

➡ ভূমিদাসদের।

৩৭. স্পার্টার রাজাদের প্রধান চিন্তা কী ছিল?

➡ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা ও বিদ্রোহ দমন করা।

৩৮. স্পার্টানদের জীবন কিসের জন্য নিয়োজিত ছিল?

➡ স্পার্টা রক্ষার জন্য।

৩৯. স্পার্টার সমাজ কীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল?

➡ যুদ্ধের প্রয়োজনকে ঘিরে।

৪০. স্পার্টা সরকারের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?

➡ যুদ্ধের জন্য নাগরিকদের প্রস্তুত করা ও যুদ্ধ পরিচালনা করা।

৪১. কোন দিকে অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়ার কারণে স্পার্টা অনগ্রসর ছিল?

➡ সামরিক দিকে।

৪২. স্পার্টা কোন কোন ক্ষেত্রে অনগ্রসর ছিল?

➡ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে।

★★ স্পার্টানরা কেনো সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর হয়ে পড়েছিলো?

উঃ সামরিক দিকে অত্যধিক মনযোগ দেওয়ার কারণে।

দ্বিতীয় অংশঃ

গণতান্ত্রিক নগররাষ্ট্র এথেন্স : জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

🔰 এথেন্সে গণতন্ত্রের সূচনা

১. প্রাচীন গ্রিসে প্রথম গণতন্ত্র কোথায় সূচনা হয়?

➡ এথেন্সে।

২. প্রথম দিকে এথেন্সে কী ধরনের শাসনব্যবস্থা ছিল?

➡ রাজতন্ত্র ছিল।

🔰 অভিজাততন্ত্র ও টাইরান্ট

৩. কোন শতকে এথেন্সে রাজতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটে?

➡ খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে।

৪. রাজতন্ত্রের পরিবর্তে কোন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়?

➡️ অভিজাততন্ত্র।

৫. ক্ষমতা কার হাতে চলে যায়?

➡️ অভিজাতদের হাতে।

৬. অভিজাতরা দেশ শাসনের নামে কী করত?

➡️ নিজেদের স্বার্থ দেখত।

৭. অভিজাতদের আচরণে সাধারণ মানুষের মনে কী সৃষ্টি হয়?

➡️ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

৮. সাধারণ মানুষের পক্ষে কী সম্ভব হয়নি?

➡️ ক্ষমতা দখল করা সম্ভব হয়নি।

৯. কারা ক্ষমতা হাতে নিয়ে নেয়?

➡️ কিছু লোক জনগণের নামে ক্ষমতা হাতে নেয়।

১০. এ ধরনের লোকদের কী বলা হতো?

➡️ টাইরান্ট বলা হতো।

১১. জনগণের মধ্যে কী দেখা দেয়?

➡️ অসন্তোষ দেখা দেয়।

১২. কোন শ্রেণির মধ্যে বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখা দেয়?

➡️ বঞ্চিত কৃষকদের মধ্যে।

১৩. কখন রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে?

➡️ সপ্তম খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মাঝামাঝি সময়ে।

১৪. আগে কারা অভিজাত বলে গণ্য হতো?

➡️ অভিজাত পরিবারের সন্তানরা।

১৫. পরে কোন মানদণ্ডে অভিজাত স্বীকৃতি দেওয়া হয়?

➡️ অর্থের মানদণ্ডে।

 # 🔰 সোলনের সংস্কার

১৬. দেশের মারাত্মক সংকটের সময়ে কাদের আহ্বান জানানো হয়?

➡️ কয়েকজন সংস্কারককে আহ্বান জানানো হয়।

১৭. কে ছিলেন সবচেয়ে খ্যাতিমান সংস্কারক?

➡️ সোলন।

১৮. সোলন কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

➡️ অভিজাত বংশে।

১৯. সোলন কী প্রণয়ন করেন?

➡️ নতুন আইন প্রণয়ন করেন।

২০. সোলন গ্রিক আইনের কী হ্রাস করেন?

➡️ কঠোরতা হ্রাস করেন।

২১. কৃষকদের মুক্ত করার জন্য সোলন কী করেন?

➡️ ঋণমুক্তির আইন পাস করেন।

২২. সোলনের সময়ে কী ধরনের সংস্কার করা হয়?

➡️ অর্থনৈতিক সংস্কার।

 # 🔰 পিসিসট্রেটাস, ক্লিসথেনিস ও পেরিক্লিস

২৩. সোলনের পর জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কারা এগিয়ে আসেন?

➡️ পিসিসট্রেটাস ও ক্লিসথেনিস।

২৪. পিসিসট্রেটাস ও ক্লিসথেনিস কী উদ্দেশ্যে আইন পাস করেন?

➡️ জনগণের কল্যাণের জন্য।

২৫. চূড়ান্ত গণতন্ত্র কার সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়?

➡️ পেরিক্লিসের সময়ে।

২৬. পেরিক্লিসের সময়কে গ্রিকসভ্যতার কী যুগ বলা হয়?

➡️ গ্রিকসভ্যতার স্বর্ণযুগ।

২৭. পেরিক্লিস কত খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ক্ষমতায় আসেন?

➡️ ৪৬০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।

২৮. পেরিক্লিস কত বছর রাজত্ব করেন?

➡️ ৩০ বছর।

২৯. পেরিক্লিস নাগরিকদের কোন দাবি মেনে নেন?

➡️ সব রাজনৈতিক অধিকারের দাবি।

 # 🔰 প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা

৩০. পেরিক্লিস কোন কোন বিভাগে নাগরিকদের অবাধ অংশগ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন?

➡️ প্রশাসন, আইন ও বিচার বিভাগে।

৩১. নাগরিকদের কী ধরনের অংশগ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়?

➡️ অবাধ অংশগ্রহণের অধিকার।

৩২. গ্রিকসভ্যতায় পেরিক্লিসের যুগে কারা বিচারের দায়িত্ব পালন করত?

➡️ নাগরিকদের মধ্য থেকে নিযুক্ত জুরি।

 # 🔰 পেরিক্লিসের যুগ ও মহামারি

৩৩. গ্রিকসভ্যতায় কার যুগে এথেন্স সর্বক্ষেত্রে উন্নতির শিখরে আরোহন করে?

➡️ পেরিক্লিসের যুগে।

৩৪. কত খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এথেন্সে ভয়াবহ মহামারি দেখা দেয়?

➡️ ৪৩০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।

৩৫. মহামারিতে এথেন্সের কত অংশ লোক মারা যায়?

➡️ এক-চতুর্থাংশ লোক।

৩৬. মহামারিতে কার মৃত্যু ঘটে?

➡️ পেরিক্লিসের।

৩৭. পেরিক্লিসের মৃত্যুর পর কী শুরু হয়?

➡️ এথেন্সের দুর্ভোগ শুরু হয়।

 # 🔰 এথেন্সের পতন ও পেলোপনেসীয় যুদ্ধ

৩৮. এথেন্স কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্বসভ্যতায় অবদান রাখে?

➡️ জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ও রাজনীতিতে।

৩৯. এথেন্স কার কাছে পরাজিত হয়?

➡️ সামরিক নগররাষ্ট্র স্পার্টার কাছে।

৪০. এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যকার যুদ্ধ কী নামে পরিচিত?

➡️ পেলোপনেসীয় যুদ্ধ।

৪১. পেলোপনেসীয় যুদ্ধ কত সময় ধরে চলে?

➡️ ৪৬০ থেকে ৪০৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত।

৪২. মোট কয়বার এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়?

➡️ তিনবার।

৪৩. যুদ্ধে দুই রাষ্ট্র কী গঠন করে?

➡️ জোট গঠন করে।

৪৪. এথেন্সের মিত্র রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত জোটের নাম কী ছিল?

➡️ ডেলিয়ান লীগ।

৪৫. স্পার্টার জোটের নাম কী ছিল?

➡️ পেলোপনেসীয় লীগ।

৪৬. এই যুদ্ধে এথেন্সের কী বিলীন হয়ে যায়?

➡️ মান-মর্যাদা ও স্বাধীনতা।

৪৭. কত খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এথেন্স স্পার্টার অধীনে চলে যায়?

➡️ ৩৬৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।

৪৮. স্পার্টার পরে কোন নগররাষ্ট্র এথেন্স অধিকার করে নেয়?

➡️ থিবস।

৪৯. ৩৩৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে কে এথেন্স দখল করেন?

➡️ মেসিডোনের রাজা ফিলিপ।

৫০. ফিলিপ কোন অঞ্চলের রাজা ছিলেন?

➡️ মেসিডোনের (গ্রিস)।

৫১. ফিলিপ থিবাস দখল করে নিলে এথেন্স কার অধীনে চলে যায়?

➡️ মেসিডোনের অধীনে।

---------------o-------------

তৃতীয় অংশঃ

 # সভ্যতায় গ্রিসের অবদান: জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

🔰 গ্রিক সংস্কৃতি ও হেলেনীয় সংস্কৃতি

১. কোন কারণে গ্রিক নগররাষ্ট্রগুলো একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল?

➡️ ভৌগোলিক কারণে।

২. বিচ্ছিন্ন থাকা সত্ত্বেও গ্রিক নগররাষ্ট্রগুলোর কী অভিন্ন ছিল?

➡️ সংস্কৃতি অভিন্ন ছিল।

৩. রাজনৈতিক অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও গ্রিকরা নিজেদের কী মনে করত?

➡️ একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার মনে করত।

৪. কোন বিষয়গুলো গ্রিকদের এক সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছিল?

➡️ ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য ও খেলাধুলা।

৫. গ্রিক সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূল অবদান কোন নগররাষ্ট্রের ছিল?

➡ এথেন্সের।

৬. গ্রিক সংস্কৃতির নাম কী ছিল?

➡ হেলেনীয় সংস্কৃতি।

🔰 শিক্ষা

৭. শিক্ষা সম্পর্কে গ্রিক জ্ঞানী-গুণীরা কী পোষণ করতেন?

➡ বিভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন।

৮. গ্রিকরা কোন শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন?

➡ নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি।

৯. গ্রিকদের কেউ কেউ মনে করতেন কাদের হাতে শাসনভার দেওয়া উচিত?

➡ সুশিক্ষিত নাগরিকদের হাতে।

১০. গ্রিকরা গ্রিকদের শিক্ষাব্যবস্থা কি অনুযায়ী থাকা উচিত বলে মনে করতেন?

➡ সরকারের চাহিদা ও লক্ষ্য অনুযায়ী।

১১. গ্রিকদের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?

➡ আনুগত্য ও শৃঙ্খলা শিক্ষা দেওয়া।

১২. স্বাধীন গ্রিসবাসীর ছেলেরা কত বছর বয়স থেকে পাঠশালায় যেত?

➡ সাত বছর বয়স থেকে।

১৩. ধনী ব্যক্তিদের ছেলেদের কত বছর পর্যন্ত লেখাপড়া করতে হতো?

➡ ১৮ বছর পর্যন্ত।

১৪. কারিগর ও কৃষকদের ছেলেরা কী ধরনের শিক্ষা পেত?

➡ প্রাথমিক শিক্ষা।

১৫. কাদের বিদ্যালয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল?

➡ দাসদের সন্তানের।

১৬. গ্রিকদের মেয়েরা কোথায় গিয়ে লেখাপড়া করতে পারত না?

➡ কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে।

🔰 সাহিত্য

১৭. প্রাচীন গ্রিসের কোন ক্ষেত্রটি আজও মানবসমাজে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে রয়েছে?

➡ **সাহিত্যের ক্ষেত্র।**

১৮. গ্রিক সাহিত্যিক হোমারের বিখ্যাত দুটি মহাকাব্যের নাম কী?

➡ ইলিয়াড ও ওডিসি।

১৯. সাহিত্য ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিকাশ কোথায় ঘটেছিল?

➡ নাটক রচনায়।

২০. কোন ধরনের নাটক রচনায় গ্রিকরা পারদর্শী ছিল?

➡ বিয়োগান্তক নাটক রচনায়।

২১. বিয়োগান্তক নাটকের জনক কাকে বলা হয়?

➡ এসকাইলাসকে।

২২. এসকাইলাসের রচিত নাটকের নাম কী?

➡ প্রমিথিউস বাউন্ড।

২৩. গ্রিসের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার কে ছিলেন?

➡ সোফোক্লিস।

২৪. সোফোক্লিস কতটির বেশি নাটক রচনা করেন?

➡ একশটিরও বেশি।

🔰 ইতিহাস রচনা

২৫. ইতিহাস রচনায় কারা কৃতিত্ব দেখিয়েছিল?

➡ গ্রিকরা।

২৬. ইতিহাসের জনক নামে কে পরিচিত ছিলেন?

➡ হেরোডটাস।

২৭. হেরোডটাসের প্রথম ইতিহাসগ্রন্থ কোন বিষয় নিয়ে লেখা ছিল?

➡ গ্রিস ও পারস্যের যুদ্ধ নিয়ে।

২৮. বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের জনক কে ছিলেন?

➡ থুকিডাইডেস।

২৯. থুকিডাইডেসের বিখ্যাত বইয়ের নাম কী?

➡ দ্য পেলোপনেসিয়ান ওয়র।

🔰 ধর্ম

৩০. গ্রিকদের কয়টি দেব-দেবী ছিল?

➡ বারোটি।

৩১. গ্রিকরা কোন শক্তির পূজা করত?

➡ বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির।

৩২. গ্রিকরা আর কাদের পূজা করত?

➡ বীরযোদ্ধাদের।

৩৩. গ্রিকদের দেবতাদের রাজা কে ছিলেন?

➡ জিউস।

৩৪. গ্রিকদের সূর্য দেবতা কে ছিলেন?

➡ অ্যাপোলো।

৩৫. গ্রিকদের সাগরের দেবতা কে ছিলেন?

➡ পোসিডন।

৩৬. গ্রিকদের জ্ঞানের দেবী কে ছিলেন?

➡ এথেনা।

৩৭. গ্রিকদের বারোজন দেব-দেবীর মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ ছিলেন?

➡ জিউস, অ্যাপোলো, পোসিডন ও এথেনা।

৩৮. কার নির্দেশে পুরোহিতরা ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতেন?

➡ রাষ্ট্রের নির্দেশে।

৩৯. ডেলফির মন্দির কোথায় অবস্থিত ছিল?

➡ ডেলোস দ্বীপে।

৪০. ডেলফির মন্দিরে কার পূজা করা হতো?

➡ অ্যাপোলো দেবতার।

৪১. কারা ডেলফির মন্দিরে সমবেত হতো?

➡ বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের মানুষ।

চতুর্থ অংশঃ

 # দর্শন, বিজ্ঞান, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও খেলাধুলা : জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

 # 🔰 দর্শন

১. কোন ক্ষেত্রে গ্রিসে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল?

➡ দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে।

২. কোন বিষয় নিয়ে ভাবতে গিয়ে গ্রিসে দর্শনচর্চার সূত্রপাত হয়?

➡ পৃথিবীর সৃষ্টি ও পরিবর্তন নিয়ে ভাবতে গিয়ে।

৩. গ্রিসের প্রথম দিককার দার্শনিক কে ছিলেন?

➡ থালেস।

৪. সূর্যগ্রহণের প্রাকৃতিক কারণ প্রথম কে ব্যাখ্যা করেন?

➡ থালেস।

৫. থালেসের পরে গ্রিসে কাদের আবির্ভাব ঘটে?

➡ যুক্তিবাদী দার্শনিকদের।

৬. যুক্তিবাদী দার্শনিকদের কী বলা হতো?

➡ সফিস্ট।

৭. সফিস্টরা কী বিশ্বাস করতেন?

➡ চূড়ান্ত সত্য বলে কিছু নেই।

৮. পেরিক্লিস কার অনুসারী ছিলেন?

➡ সফিস্টদের।

৯. সবচেয়ে খ্যাতিমান দার্শনিক কে ছিলেন?

➡ সক্রেটিস।

১০. সক্রেটিসের শিক্ষার মূল দিক কী ছিল?

➡ আদর্শ রাষ্ট্র ও সৎ নাগরিক গড়ে তোলা।

১১. সক্রেটিস মানুষকে কী শিক্ষাও দেন?

➡ অন্যায় শাসনের প্রতিবাদ করার শিক্ষা।

১২. সক্রেটিসের শিষ্য কে ছিলেন?

➡ প্লেটো।

১৩. গ্রিক দর্শনকে চরম উন্নতির দিকে কে এগিয়ে নেন?

➡ প্লেটো।

১৪. প্লেটোর শিষ্য কে ছিলেন?

➡ অ্যারিস্টটল।

১৫. অ্যারিস্টটল কেমন দার্শনিক ছিলেন?

➡ বড় দার্শনিক ছিলেন।

 # 🔰 বিজ্ঞান

১৬. গ্রিকরা কত খ্রিষ্টপূর্বাব্দে বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত করে?

➡ ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।

১৭. পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম কারা অঙ্কন করেন?

➡ গ্রিক বিজ্ঞানীরা।

১৮. পৃথিবী একটি গ্রহ—এ কথা প্রথম কারা প্রমাণ করেন?

➡ গ্রিক বিজ্ঞানীরা।

১৯. পৃথিবী কীভাবে চলাচল করে বলে গ্রিকরা প্রমাণ করেন?

➡ নিজ কক্ষপথে আবর্তিত হয়।

২০. গ্রিক জ্যোতির্বিদরা কোন ঘটনার কারণ নির্ণয় করেন?

➡ সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের।

২১. চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই—এ কথা কারা আবিষ্কার করেন?

➡ গ্রিকরা।

২২. বজ্র ও বিদ্যুৎ কী কারণে ঘটে বলে গ্রিকরা ব্যাখ্যা করেন?

➡ প্রাকৃতিক কারণে।

২৩. জিউসের ক্রোধের কারণে বজ্রপাত হয় না—এ কথা প্রথম কারা বলেন?

➡ গ্রিকরা।

২৪. জ্যামিতির পণ্ডিত কে ছিলেন?

➡ ইউক্লিড।

২৫. ইউক্লিড কোন বিষয়েও পারদর্শী ছিলেন?

➡ পদার্থবিদ্যায়।

২৬. বিখ্যাত গণিতবিদ কে ছিলেন?

➡ পিথাগোরাস।

২৭. বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী কে ছিলেন?

➡ হিপোক্রেটস।

🔰 স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

২৮. গ্রিক শিল্পের কোন দুই ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি হয়েছিল?

➡ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে।

২৯. গ্রিক চিত্রশিল্পের নিদর্শন কোথায় দেখা যায়?

➡ মৃৎপাত্রে আঁকা চিত্রে।

৩০. স্থাপত্যের নিদর্শন কোথায় ছড়িয়ে আছে?

➡ গ্রিসের বিভিন্ন স্থানে।

৩১. গ্রিকরা কিসের উপর প্রাসাদ তৈরি করত?

➡ বড় বড় স্তম্ভের উপর।

৩২. প্রাসাদের স্তম্ভগুলো কেমন ছিল?

➡ অপূর্ব কারুকার্যখচিত।

৩৩. পার্থেনন মন্দির কার মন্দির ছিল?

➡ দেবী এথেনার।

৩৪. পার্থেনন মন্দির কীসের নিদর্শন?

➡ স্থাপত্য কীর্তির অন্যতম নিদর্শন।

৩৫. এথেন্সের কোন স্থানে স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়?

➡ অ্যাক্রোপলিসে।

🔰 গ্রিক ভাস্কর্য

৩৬. গ্রিক ভাস্কর্য পৃথিবীর শিল্পকলার ইতিহাসে কোন যুগের জন্ম দিয়েছিলো?

➡ এক স্বর্ণযুগের জন্ম দিয়েছিল।

৩৭. স্বর্ণ যুগের প্রখ্যাত ভাস্কর্য কারা ছিলেন?

➡ মাইরন, ফিদিয়াস ও প্রাকসিটেলেস।

🔰 খেলাধুলা

৩৮. গ্রিক শিশুদের কোন বিষয়ের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হতো?

➡ খেলাধুলার প্রতি।

৩৯. বিদ্যালয়ে শিশুদের কী বিষয়ের হাতেখড়ি হতো?

➡ খেলাধুলার হাতেখড়ি।

৪০. গ্রিকদের কোন বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ ছিল?

➡ শরীরচর্চা ও খেলাধুলার প্রতি।

৪১. উৎসবের দিনে গ্রিসে কী হতো?

➡ নানা ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হতো।

৪২. সবচেয়ে বিখ্যাত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কার সম্মানে অনুষ্ঠিত হতো?

➡ দেবতা জিউসের সম্মানে।

🔰 অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

৪৩. অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কারা অংশ নিত?

➡ গ্রিসের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদরা।

৪৪. অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় কোন কোন খেলা থাকত?

➡ দৌড়ঝাঁপ, মল্লযুদ্ধ, চাক নিক্ষেপ, বর্শা ছোড়া ও মুষ্টিযুদ্ধ।

৪৫. বিজয়ীদের কী দিয়ে পুরস্কৃত করা হতো?

➡ জলপাই গাছের ডালপাতার মালা দিয়ে।

৪৬. কত বছর পরপর অলিম্পিক খেলা অনুষ্ঠিত হতো?

➡ প্রতি চার বছর পরপর।

৪৭. অলিম্পিক খেলায় কারা অংশ নিত?

➡ বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের খেলোয়াড়রা।

৪৮. অলিম্পিক খেলাকে ঘিরে কী মনোভাব গড়ে ওঠে?

➡ সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব।

৪৯. অলিম্পিক খেলার ফলে গ্রিক নগররাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কী কমে যায়?

➡ শত্রুতা কমে যায়।

--------------০------------

রোমান সভ্যতা: জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

🔹 পটভূমি

★★ রোমান সভ্যতা কোন নদীর তীরে গড়ে ওঠে?
উঃ ইতালির টাইবার নদীর তীরে।

১. গ্রিক সভ্যতার অবসানের আগেই কোথায় একটি বিশাল সাম্রাজ্য ও সভ্যতা গড়ে ওঠে?
উত্তর: ইতালিতে টাইবার নদীর তীরে।

২. রোমকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সভ্যতার নাম কী?
উত্তর: রোমান সভ্যতা।

৩. প্রথম দিকে রোম কার শাসনাধীন ছিল?
উত্তর: একজন রাজার শাসনাধীন ছিল।

৪. রোমে রাজার শাসনামলে কোন দুটি প্রতিষ্ঠান ছিল?
উত্তর: সভা ও সিনেট।

৫. রাজা স্বৈরাচারী হয়ে উঠলে কী করা হয়?
উত্তর: তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

৬. কত খ্রিষ্টপূর্বাব্দে রোমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ৫১০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।

৭. রোমান সভ্যতা প্রায় কত বছর স্থায়ী হয়েছিল?
উত্তর: প্রায় ছয়'শ বছর।

🔹 ভৌগোলিক অবস্থান ও সময়কাল

৮. রোম নগর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: ইতালির মাঝামাঝি পশ্চিমাংশে।

৯. ইতালির দক্ষিণে কোন সাগর অবস্থিত?
উত্তর: ভূমধ্যসাগর।

১০. ইতালির উত্তর দিকে কোন পর্বতমালা রয়েছে?
উত্তর: আল্পস্ পর্বতমালা।

১১. ইতালি ও এককালের যুগোশ্লাভিয়ার মাঝখানে কোন সাগর অবস্থিত?
উত্তর: আড্রিয়াটিক সাগর।

১২. আড্রিয়াটিক সাগর তীরে কোন সমুদ্রবন্দর গড়ে উঠেছিল?
উত্তর: এড্রিয়া।

১৩. ইতালির পশ্চিমাংশে কোন সাগর অবস্থিত ছিল?
উত্তর: ভূমধ্যসাগর।

১৪. প্রাচীনকালে এট্রুস্কান সাগর নামে কোন অংশ পরিচিত ছিল?
উত্তর: ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমাংশ।

১৫. কৃষি বিকাশের সুযোগ ছিলো বলে প্রাচীন রোম কী ধরনের দেশ ছিল?
উত্তর: কৃষিনির্ভর দেশ।

১৬. রোমের আদি অধিবাসীদের সঙ্গে কারা সংঘর্ষে জড়াত?
উত্তর: অনুপ্রবেশকারীরা।

১৭. রোমানরা কেনো যোদ্ধা জাতিতে পরিণত হতে থাকে?
উত্তর: রোমের আদও অধিবাসী সঙ্গে অনুপ্রবেশকারীদের সংঘর্ষ -সংঘাতের কারণে।

১৮. কত খ্রিষ্টপূর্বাব্দে রোম নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ৭৫৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।

১৯. কত খ্রিষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে?
উত্তর: ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে।

২০. কারা রোমান সাম্রাজ্যের অবসান ঘটায়?
উত্তর: জার্মান যোদ্ধা জাতিগুলো।

🔹 রোম নগরী ও রোমান শাসনের পরিচয়

২১. রোম টাইবার নদীর উৎসমুখ থেকে কত দূরে অবস্থিত?
উত্তর: প্রায় বারো-তেরো মাইল দূরে।

২২. রোম কয়টি পর্বতশ্রেণির ওপর অবস্থিত?
উত্তর: সাতটি পর্বতশ্রেণির ওপর।

২৩. রোমকে সাতটি পর্বতের নগরী বলা হয় কেন?
উত্তর: সাতটি পর্বতশ্রেণির ওপর অবস্থিত বলে।

২৪. ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে কোন গোষ্ঠীর মানুষ ইতালিতে বসবাস শুরু করে?
উত্তর: ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর মানুষ।

২৫. ইতালিতে বসবাসকারী ইন্দো-ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীকে কী বলা হতো?
উত্তর: লাতিন।

২৬. লাতিনদের নাম অনুসারে কোন ভাষার নামকরণ হয়?
উত্তর: লাতিন ভাষা।

২৭. রোম নগরীর প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর: রোমিউলাস।

২৮. রোম নগরের নাম কীভাবে হয়?
উত্তর: রোমিউলাসের নাম অনুসারে।

◆ রোমের গণতন্ত্র ও শাসনব্যবস্থা

২৯. রোমের গণতন্ত্র কি একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
উত্তর: না।
৩০. কীভাবে রোমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ধাপে ধাপে সংস্কার ও সংগ্রামের মাধ্যমে।
৩১. ৭৫৩-৫১০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত কোন যুগ ছিল?
উত্তর: রাজতন্ত্রের যুগ।
৩২. রাজতন্ত্রের যুগে কতজন সম্রাট শাসন করেন?
উত্তর: সাতজন।
৩৩. রাজতন্ত্র যুগের শেষ সম্রাট কে ছিলেন?
উত্তর: টারকিউনিয়াস সুপারকাস।
৩৪. টারকিউনিয়াস সুপারকাসকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর কী শুরু হয়?
উত্তর: প্রজাতন্ত্রের সূত্রপাত।
৩৫. রোমে প্রজাতান্ত্রিক শাসন কত সাল পর্যন্ত চলে?
উত্তর: ৬০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত।
৩৬. রোমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর জনগণ কাকে নেতা হিসেবে সুযোগ দেয়?
উত্তর: ব্রুটাসকে।
৩৭. রাজতন্ত্রের পতনের পর রোমের জনগণ কয় ভাগে বিভক্ত হয়?
উত্তর: দুই ভাগে।
৩৮. অভিজাত শ্রেণিকে কী বলা হতো?
উত্তর: প্যাট্রিসিয়ান।
৩৯. সাধারণ নাগরিকদের কী বলা হতো?
উত্তর: প্লিবিয়ান।
৪০. কারা প্লিবিয়ান শ্রেণিভুক্ত ছিল?
উত্তর: ক্ষুদ্র কৃষক, কারিগর ও খণিকরা।

★★ ঐতিহাসিকরা রোমান ইতিহাসকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন ও কি কি?
উঃ ৩টি। যথাঃ রাজতন্ত্রের যুগ, প্রজাতন্ত্রের যুগ ও সাম্রাজ্যবাদের যুগ।

◆ প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদের সংঘাত

৪১. প্রজাতন্ত্রের প্রথম ২০০ বছর কীসের ইতিহাস ছিল?
উত্তর: প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদের সংঘাতের ইতিহাস।
৪২. সমাজে কোন শ্রেণি বঞ্চিত ছিল?
উত্তর: প্লিবিয়ানরা।
৪৩. অধিকারবঞ্চিত প্লিবিয়ানরা কী করতে থাকে?
উত্তর: সংগ্রাম করতে থাকে।
৪৪. কাদের দাবির মুখে রোমান আইন সংকলিত হয়?
উত্তর: প্লিবিয়ানদের দাবির মুখে।
৪৫. কত খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ১২টি আইন লিখিতভাবে প্রণয়ন করা হয়?
উত্তর: ৪৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।
৪৬. ১২টি আইন কীসের ওপর লেখা হয়েছিল?
উত্তর: ব্রোঞ্জপাতে।
৪৭. আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয় হিসেবে কী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়?
উত্তর: দুইজন কনসালের মধ্যে একজন প্লিবিয়ানদের পক্ষ থেকে নির্বাচিত হবে।
৪৮. আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয়ের মাধ্যমে রোমান প্রজাতন্ত্র কোন দিকে অগ্রসর হয়?
উত্তর: গণতন্ত্রের দিকে।

◆ রোমের সাম্রাজ্যবাদ ও দাস বিদ্রোহ

৪৯. রোমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর দেশটি কী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে?
উত্তর: সাম্রাজ্যবাদী শক্তি।
৫০. রোম কোন অঞ্চলের ওপর প্রভাব বিস্তারে তৎপর হয়?
উত্তর: সমগ্র ইতালির ওপর।
৫১. ১৪৬ থেকে ৪৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়কে কী বলা হয়?
উত্তর: রোমান সভ্যতার অন্ধকার যুগ।
৫২. অন্ধকার যুগে কী কারণে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়?
উত্তর: ধনী-দরিদ্র সংঘাত, দাস বিদ্রোহ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে।
৫৩. রোমের অর্থনীতি কাদের ওপর নির্ভরশীল ছিল?

উত্তর: দাসদের ওপর।

৫৪. কার নেতৃত্বে দাসরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে?

উত্তর: স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে।

৫৫. দাস বিদ্রোহ কত বছর স্থায়ী ছিল?

উত্তর: দুই বছর।

৫৬. কত খ্রিষ্টপূর্বাব্দে স্পার্টাকাস নিহত হন?

উত্তর: ৭১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।

৫৭. স্পার্টাকাস নিহত হওয়ার পর কী ঘটে?

উত্তর: বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

◆ ত্রয়ী শাসন ও অগাস্টাস সিজার

৫৮. রোমে গৃহযুদ্ধ কেন ছড়িয়ে পড়ে?

উত্তর: উচ্চাকাঙ্ক্ষী সামরিক নেতাদের ক্ষমতায় আসার কারণে।

৫৯. ইতিহাসে ত্রয়ী শাসন বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: তিনজন নেতার একযোগে ক্ষমতায় আসাকে।

৬০. ত্রয়ী শাসনের তিন নেতা কারা ছিলেন?

উত্তর: অক্টোভিয়াস সিজার, মার্ক এন্টনি ও লেপিডাস।

৬১. লেপিডাস কোন অঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন?

উত্তর: আফ্রিকার প্রদেশসমূহ।

৬২. অক্টোভিয়াস সিজারের দায়িত্বে কোন অঞ্চল ছিল?

উত্তর: ইতালিসহ সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশ।

৬৩. মার্ক এন্টনির দায়িত্বে কোন অঞ্চল ছিল?

উত্তর: পূর্বাঞ্চল।

৬৪. তিনজনের শাসন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি কেন?

উত্তর: সবাই একচ্ছত্র সম্রাট হতে চেয়েছিল।

৬৫. মার্ক এন্টনি কাকে বিয়ে করেছিলেন?

উত্তর: মিশরের রাজকন্যা ক্লিওপেট্রাকে।

৬৬. ক্লিওপেট্রা কোন দেশের রাজকন্যা ছিলেন?

উত্তর: মিশরের।

৬৭. অক্টোভিয়াস সিজার কোন নাম ধারণ করেন?

উত্তর: অগাস্টাস সিজার।

৬৮. অগাস্টাস সিজার কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর: ১৪ খ্রিষ্টাব্দে।

৬৯. অগাস্টাস সিজারের সময়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কী?

উত্তর: যিশুখ্রিষ্টের জন্ম।

◆ রোমান সাম্রাজ্যের পতন

৭০. অগাস্টাস সিজারের মৃত্যুর পর কী দেখা দেয়?

উত্তর: বিশৃঙ্খলা।

৭১. কোন বর্বর গোত্রগুলোর আক্রমণ তীব্র হতে থাকে?

উত্তর: জার্মান বর্বর গোত্রগুলোর।

৭২. রোমানদের শক্তি ক্ষয় হওয়ার কারণ কী ছিল?

উত্তর: অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার কোন্দল।

৭৩. রোমের শেষ সম্রাট কে ছিলেন?

উত্তর: রোমিউলাস অগাস্টুলাস।

৭৪. রোমিউলাস অগাস্টুলাস কী প্রতিহত করতে ব্যর্থ হন?

উত্তর: জার্মান বর্বর গোত্রের আক্রমণ।

৭৫. কত খ্রিষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে?

উত্তর: ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে।

৭৬. রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সময় কোন ধর্মের অগ্রযাত্রা শুরু হয়?

উত্তর: খ্রিষ্টধর্মের।

৭৭. রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সময় কার উত্থান ঘটে?

উত্তর: জার্মানদের।

সভ্যতায় রোমের অবদান: জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

দ্বিতীয় অংশঃ

◆ সভ্যতায় রোমের অবদান

১. রোম কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রিকদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল?

উত্তর: শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও স্থাপত্যে।

২. রোমানরা কোন দুটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল?

উত্তর: সামরিক সংগঠন, শাসন পরিচালনা, আইন ও প্রকৌশল বিদ্যায়।

৩. রোমানরা কাদের অনুসরণ ও অনুকরণ করেছিল?

উত্তর: গ্রিকদের।

৪. কোন ক্ষেত্রে রোমানরা গ্রিক ও অন্যান্য জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল?
উত্তর: সামরিক সংগঠন, শাসন পরিচালনা, আইন ও প্রকৌশল বিদ্যায়।
৫. আধুনিক বিশ্ব কার কাছে ব্যাপক ঋণী?
উত্তর: রোমানদের কাছে।

 # ◆ শিক্ষা, সাহিত্য ও লিখন পদ্ধতি

৬. রোমান সভ্যতার যুগে শিক্ষা বলতে কী বোঝাতো?
উত্তর: খেলাধুলা ও বীরদের স্মৃতিকথা বর্ণনা করা।
৭. রোমের যাত্রা কীসের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল?
উত্তর: যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে।
৮. রোমানদের সবকিছু কীকে কেন্দ্র করে ছিল?
উত্তর: যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে।
৯. উচ্চ শ্রেণিভুক্ত রোমানদের কাছে কোন শিক্ষা ফ্যাশন ছিল?
উত্তর: গ্রিক ভাষা শিক্ষা।
১০. গ্রিক ভাষা শিক্ষার ফলে রোমানরা কী দক্ষতা অর্জন করে?
উত্তর: গ্রিক সাহিত্যকে লাতিন ভাষায় অনুবাদ করার দক্ষতা।
১১. রোমের অভিজাত যুবকরা কোথায় শিক্ষালাভ করতে যেত?
উত্তর: গ্রিসের বিখ্যাত বিদ্যাপীঠে।

◆ সাহিত্য ক্ষেত্রে অবদান

১২. সাহিত্যে অবদানের জন্য কারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন?
উত্তর: প্লুটাস ও টেরেন্স।
১৩. প্লুটাস ও টেরেন্স কোন ধরনের নাটক রচনায় কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন?
উত্তর: মিলনাত্মক নাটক রচনায়।
১৪. সাহিত্য ক্ষেত্রে সবচেয়ে উন্নতি কার সময়ে দেখা যায়?
উত্তর: অগাস্টাস সিজারের সময়ে।
১৫. অগাস্টাস সিজারের যুগের বিখ্যাত কোন কোন কবি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলো?
উত্তর: হোরাস ও ভার্জিল।
১৬. ভার্জিলের বিখ্যাত মহাকাব্যের নাম কী?
উত্তর: 'ইনিড'।
১৭. ভার্জিলের 'ইনিড' কীভাবে বিখ্যাত হয়েছিল?
উত্তর: বহু ভাষায় অনূদিত হওয়ার মাধ্যমে।
১৮. অগাস্টাস সিজারের যুগের খ্যাতনামা কবি কারা ছিলেন?
উত্তর: ওভিদ ও লিভি।
১৯. লিভি কোন পরিচয়ে বিখ্যাত ছিলেন?
উত্তর: ইতিহাসবিদ হিসেবে।
২০. অগাস্টাস সিজারের যুগে কোন বিখ্যাত ঐতিহাসিক জন্মগ্রহণ করেছিলেন?
উত্তর: ট্যাসিটাস।

 # ◆ স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও বিজ্ঞান

২১. রোমান স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী ছিল?
উত্তর: রোমান স্থাপত্যের বিশালতা।
২২. প্যানথিয়ন কে নির্মাণ করেন?
উত্তর: সম্রাট হার্ডিয়ান।
২৩. প্যানথিয়ন কী ধরনের স্থাপনা ছিল?
উত্তর: ধর্মমন্দির।
২৪. রোমান স্থাপত্যের অসাধারণ নিদর্শন কোনটি?
উত্তর: প্যানথিয়ন ধর্মমন্দির।
★★ কলোসিয়াম একটি-
উঃ নাট্যশালা।
২৫. কলোসিয়াম নাট্যশালা কে নির্মাণ করেন?
উত্তর: রোমান সম্রাট টিটাস।
২৬. কত খ্রিষ্টাব্দে কলোসিয়াম নির্মিত হয়?
উত্তর: ৮০ খ্রিষ্টাব্দে।
২৭. কলোসিয়ামে একসঙ্গে কতজন দর্শক বসতে পারত?
উত্তর: ৫৬০০ জন।
২৮. রোমান সভ্যতায় স্থাপত্যকলার পাশাপাশি কোনটির উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিলো?
উত্তর: ভাস্কর্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল।
২৯. রোমান ভাস্কররা কাদের মূর্তি তৈরি করতেন?
উত্তর: দেব-দেবী, সম্রাট, দৈত্য ও পুরাণের চরিত্রের।

৩০. রোমান ভাস্কররা মূর্তি তৈরিতে কোন পাথর ব্যবহার করতেন?

উত্তর: মার্বেল পাথর।

◆ বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অবদান

৩১. রোমান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হন?

উত্তর: রোমান বিজ্ঞানীরা।

৩২. প্লিনি কী প্রণয়ন করেন?

উত্তর: বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিশ্বকোষ।

৩৩. প্লিনির বিশ্বকোষে কতজন বিজ্ঞানীর গবেষণাকর্ম স্থান পেয়েছে?

উত্তর: প্রায় পাঁচ'শ বিজ্ঞানীর।

৩৪. চিকিৎসা বিজ্ঞানে কারা অবদান রেখেছিলেন?

উত্তর: রোমানরা।

৩৫. চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর কোন বিজ্ঞানী বই লেখেন?

উত্তর: বিজ্ঞানী সেলসাস।

৩৬. চিকিৎসাশাস্ত্রে কারা অসামান্য অবদান রেখেছেন?

উত্তর: গ্যালেন বুফাসে।

তৃতীয় অংশঃ

ধর্ম, দর্শন ও আইন: জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

◆ ধর্ম

১. রোমানরা ধর্মীয় ক্ষেত্রে কাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল?

উত্তর: গ্রিকদের দ্বারা।

২. অনেক গ্রিক দেব-দেবীর কী পরিবর্তন হয়েছিল?

উত্তর: নাম পরিবর্তন হয়ে রোমান দেব-দেবী হয়েছে।

৩. রোমানদের অন্যতম প্রধান দেবতার নাম কী ছিল?

উত্তর: জুপিটার।

৪. রোমানদের গুরুত্বপূর্ণ দেব-দেবীদের নাম কী কী?

উত্তর: জুনো, নেপচুন, মারস, ভলকান, ভেনাস, মিনার্ভা ও ব্যাকাস।

৫. রোমান দেবমন্দিরে প্রধান পুরোহিতদের কাজ কী ছিল?

উত্তর: ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনা করা।

৬. পরকালের প্রতি বিশ্বাস ছিল না কাদের?

উত্তর: রোমানদের।

৭. কার সময় থেকে সম্রাটকে ঈশ্বর হিসেবে পূজা করার রীতি চালু হয়?

উত্তর: অগাস্টাস সিজারের সময় থেকে।

৮. খ্রিষ্টধর্মের প্রবর্তক কে ছিলেন?

উত্তর: যিশুখ্রিষ্ট।

৯. পরবর্তীকালে কোন ধর্ম রোমান ধর্মের পাশাপাশি বিস্তার লাভ করে?

উত্তর: খ্রিষ্টধর্ম।

১০. অনেক রোমান কোন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে?

উত্তর: খ্রিষ্টধর্মে।

১১. খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণে সম্রাট কেন ক্ষুব্ধ হন?

উত্তর: সম্রাটকে ঈশ্বরের মতো পূজা করা যেত না বলে।

১২. রোমান সম্রাটরা কী বন্ধ করে দেন?

উত্তর: খ্রিষ্টধর্ম প্রচার।

১৩. রোমান সম্রাটরা কাদের ওপর নির্যাতন শুরু করেন?

উত্তর: খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণকারী রোমানদের ওপর।

১৪. কোন সম্রাট খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন?

উত্তর: সম্রাট কন্সটানটাইন।

১৫. কন্সটানটাইন খ্রিষ্টধর্মকে কীসে পরিণত করেন?

উত্তর: রোমান সরকারি ধর্মে।

◆ দর্শন

১৬. রোমীয় দর্শন কোন দর্শনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল?

উত্তর: গ্রিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করে।

১৭. রোমান দর্শনে কারা অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন?

উত্তর: সিসেরো ও লুক্রেটিয়াস।

১৮. লুক্রেটিয়াস কোন সময়ের দার্শনিক ছিলেন?

উত্তর: খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ৯৮-৫৫।

১৯. রোমান দর্শনে সুচিন্তিত দার্শনিক মতবাদ দ্বারা অবদান রাখতে কারা সক্ষম হয়েছিলেন?

উত্তর: সিসেরো ও লুক্রেটিয়াস

২০. রোমে কোন দর্শন জনপ্রিয় ছিল?

উত্তর: স্টোইকবাদী দর্শন।

২১. স্টোইকবাদী দর্শন প্রথম রোমে প্রচার করেন কে?

উত্তর: প্যানেটিয়াস।

২২. প্যানেটিয়াস কোথাকার অধিবাসী ছিলেন?

উত্তর: রোডস দ্বীপের।

২৩. কত খ্রিষ্টপূর্বাব্দে প্যানেটিয়াস স্টোইকবাদ প্রচার করেন?

উত্তর: ১৪০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।

◆ আইন

২৪. বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে রোমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান কী?

উত্তর: আইন প্রণয়ন।

২৫. কখন রোমানরা ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইন একসঙ্গে সাজাতে সক্ষম হয়?

উত্তর: খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ শতকের মাঝামাঝি সময়ে।

২৬. কত খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ১২টি ব্রোঞ্জ পাতে আইন খোদাই করা হয়?

উত্তর: ৫৪০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।

২৭. সর্বপ্রথম আইনগুলো কোথায় খোদাই করা হয়েছিল?

উত্তর: ১২টি ব্রোঞ্জ পাতে।

২৮. আইনগুলো জনগণকে দেখানোর জন্য কী করা হয়েছিল?

উত্তর: প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।

২৯. রোমান আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষ কেমন ছিল?

উত্তর: সমান।

৩০. রোমান আইনকে কয়টি শাখায় ভাগ করা হয়েছে?

উত্তর: তিনটি শাখায়। যথাঃ বেসামরিক আইন, জনগণের আইন ও প্রাকৃতিক আইন।

◆ বেসামরিক আইন

৩১. বেসামরিক আইন কার জন্য বাধ্যতামুলক ছিল?

উত্তর: রোমান নাগরিকদের জন্য।

৩২. বেসামরিক আইন কত প্রকার ছিল?

উত্তর: দুই প্রকার।

৩৩. বেসামরিক আইনের ধরন কী কী?

উত্তর: লিখিত ও অলিখিত।

◆ জনগণের আইন

৩৪. জনগণের আইন কার জন্য প্রযোজ্য ছিল?

উত্তর: সকল নাগরিকের জন্য।

৩৫. জনগণের আইনে কোন বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল?

উত্তর: ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা।

৩৬. জনগণের আইনের মাধ্যমে কী স্বীকৃতি লাভ করে?

উত্তর: দাসপ্রথা।

৩৭. জনগণের আইনের প্রণেতা কে ছিলেন?

উত্তর: সিসেরো।

◆ প্রাকৃতিক আইন

৩৮. প্রাকৃতিক আইনে কী বিষয় বলা হয়েছে?

উত্তর: নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার কথা।

◆ রোমান আইনের গুরুত্ব

৩৯. আধুনিক বিশ্ব কোন আইনের ওপর নির্ভরশীল?

উত্তর: রোমান আইনের ওপর।

৪০. খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে কে প্রথম সমস্ত রোমান আইনের সংগ্রহ প্রকাশ করেন?

উত্তর: সম্রাট জাস্টিনিয়ান।

৪১. সম্রাট জাস্টিনিয়ান প্রথম কী প্রকাশ করেন?

উত্তর: সমস্ত রোমান আইনের সংগ্রহ ও সংকলন।

---------------o-------------

মায়া সভ্যতা থেকে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রথম প্যারা

১. প্রশ্ন: আমেরিকার তিনটি সভ্যতা কী কী?

উত্তর: মায়া, আজটেক ও ইনকা।

২. প্রশ্ন: মায়া সভ্যতা কোথায় গড়ে উঠেছিল?

উত্তর: গুয়েতেমালা ও মেক্সিকোর পূর্বাঞ্চলে।

৩. প্রশ্ন: মায়া অঞ্চলের লোকেরা কী ব্যবহার করে ভাবের আদান-প্রদান করত?

উত্তর: একটি ভাষা ছবি বা চিহ্ন ব্যবহার করত।

৪. প্রশ্ন: মায়াদের ভাষার লিখিত রূপ কেমন ছিল?

উত্তর: হায়ারোগ্লিফিক ধাঁচের ছিল।

৫. প্রশ্ন: মায়ারা কী ব্যবহার করে লিপির প্রচলন ঘটিয়েছিল?

উত্তর: প্রায় ৮০০টির বেশি ছবি ব্যবহার করে।

৬. প্রশ্ন: মায়ানদের লেখা থেকে কী সম্পর্কে জানা যায়?

উত্তর: তাদের সভ্যতা সম্পর্কে জানা যায়।

৭. প্রশ্ন: মায়ারা কী দিয়ে কাগজ তৈরি করত?

উত্তর: গাছের বাকল দিয়ে।

৮. প্রশ্ন: মায়াদের তৈরি বইয়ের নাম কী ছিল?

উত্তর: কোডেক্স।

--------------o------------

দ্বিতীয় প্যারা

৯. প্রশ্ন: বিশেষজ্ঞদের মতে মায়া অঞ্চলের মানুষ কখন নব্য প্রস্তর সংস্কৃতির বিকাশ ঘটায়?

উত্তর: খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে।

১০. প্রশ্ মায়া অঞ্চলের মানুষ কোন কাজের মাধ্যমে নব্য প্রস্তর সংস্কৃতির বিকাশ ঘটায়?

উত্তর: কৃষিকাজ ও মাটির পাত্র নির্মাণের মাধ্যমে।

১১. প্রশ্ন: মায়ারা কিসের মাধ্যমে সভ্যতায় পদার্পণ করেছিলো?

উত্তর: সংস্কৃতির ধারাবাহিক উন্নয়নের মাধ্যমে।

১২. প্রশ্ন: মায়া সভ্যতার ইতিহাস কয়টি অংশে বিভক্ত?

উত্তর: দুইটি অংশে।

১৩. প্রশ্ন: মায়া সভ্যতার প্রথম স্তরের সময়কাল কত?

উত্তর: ৩১৭-৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ।

১৪. প্রশ্ন: মায়া সভ্যতার শেষ স্তরের সময়কাল কত?

উত্তর: ৯৮৭-১৬৯৭ খ্রিষ্টাব্দ।

--------------o------------

তৃতীয় প্যারা

১৫. প্রশ্ন: কোথায় মায়া সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে?

উত্তর: বেলিজের কিউল্লোতে।

১৬. প্রশ্ন: মায়া সভ্যতার নমুনা কোন পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা হয়েছিল?

উত্তর: রেডিও কার্বন পরীক্ষার মাধ্যমে।

১৭. প্রশ্ন: রেডিও কার্বন পরীক্ষায় কোন সময়কাল পাওয়া গিয়েছে?

উত্তর: খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ২৬০০ বছর আগের সময়কাল।

১৮. প্রশ্ন: মায়ারা কী ধরনের স্থাপত্য নির্মাণ করেছিল?

উত্তর: বিস্ময়কর স্থাপত্য কাঠামো নির্মাণ করেছিল।

১৯. প্রশ্ন: মায়া সভ্যতায় গুরুত্বপুর্ণ কোন বিষয়টি ছিল?

উত্তর: গুরুত্বপূর্ণ বর্ষপঞ্জিকা।

--------------o------------

কৃষি

চতুর্থ প্যারা

২০. প্রশ্ন: মায়া অঞ্চলের মানুষ কখন চাষাবাদ শুরু করেছিল বলে ধারণা করা হয়?

উত্তর: প্রায় ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।

২১. প্রশ্ন: মায়াদের সংস্কৃতির উৎপত্তি কোথায় ঘটেছিল?

উত্তর: কৃষিনির্ভর গ্রামে।

২২. প্রশ্ন: প্রথম মায়া জনবসতি কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর: আনুমানিক ১৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।

২৩. প্রশ্ন: প্রথম মায়া জনবসতি কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

উত্তর: প্রশান্ত মহাসাগর তীরবর্তী সোকোনুস্কো অঞ্চলে।

২৪. প্রশ্ন: মায়ারা কোন কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছিল?

উত্তর: মৃৎপাত্র তৈরি, কৃষিকাজ ও পোড়ানো কাদামাটির মূর্তি বানানোর ক্ষেত্রে।

--------------০------------

পঞ্চম প্যারা

২৫. প্রশ্ন: অনেক গবেষকের মতে মায়া সভ্যতার প্রথম সূত্রপাত কোথায় ঘটেছিল?

উত্তর: বর্তমান গুয়াতেমালার পিতেন অঞ্চলের নিম্নভূমিতে।

২৬. প্রশ্ন: আনুমানিক কত খ্রিষ্টাব্দে মায়া সভ্যতার সূত্রপাত ঘটে?

উত্তর: ৩১৭ খ্রিষ্টাব্দে।

২৭. প্রশ্ন: স্থানীয়রা কী পরিষ্কার করে বসতি স্থাপন করেছিল?

উত্তর: গভীর বনভূমি পরিষ্কার করে।

২৮. প্রশ্ন: মায়ারা কীভাবে জমিকে কৃষিযোগ্য করেছিল?

উত্তর: কঠোর পরিশ্রম করে।

২৯. প্রশ্ন: মায়া অঞ্চলের কৃষকরা কোন কোন ফসল চাষ করত?

উত্তর: শিম, ভুট্টা, টমাটো, লাউ, মিষ্টি আলু ও কাসাভা।

৩০. প্রশ্ন: কোন কোন শহরকে কেন্দ্র করে মায়া সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল?

উত্তর: টিকল, কোপান ও পালে শহরকে কেন্দ্র করে।

৩১. প্রশ্ন: মায়া সভ্যতার কেন্দ্রগুলো কোথায় অবস্থিত ছিল?

উত্তর: গুয়াতেমালায়।

৩২. প্রশ্ন: পালে শহরটি কোথায় অবস্থিত ছিল?

উত্তর: মেক্সিকো অঞ্চলে।

--------------০------------

ষষ্ঠ প্যারা

৩৩. প্রশ্ন: মায়া সভ্যতার বেশির ভাগ তথ্য কোথায় লেখা হয়েছিল?

উত্তর: সোনার পাতে।

৩৪. প্রশ্ন: সোনার পাতে লেখা লিপিগুলো কারা লুট করেছিল?

উত্তর: ইউরোপীয়রা।

৩৫. প্রশ্ন: ইউরোপীয়রা কখন মায়াদের লিপি লুট করেছিল?

উত্তর: তাদের আগ্রাসনের সময়।

৩৬. প্রশ্ন: ইউরোপীয়রা সোনার পাতগুলো দিয়ে কী করেছিল?

উত্তর: গলিয়ে সোনা ইউরোপে নিয়ে গিয়েছিল।

৩৭. প্রশ্ন: মায়াদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল কেন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল?

উত্তর: ইউরোপীয়রা সোনার পাত লুট ও গলিয়ে নেওয়ার কারণে।

---------------০-------------

ইনকা সভ্যতা: জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর
প্রথম প্যারা
প্রশ্ন ১। উরুবামবা নদী কোথা থেকে নেমে এসেছে?
উত্তর: পেরুর সুউচ্চ সবুজ পাহাড় থেকে।
প্রশ্ন ২। প্রাচীন ইনকাদের শহর কোথায় অবস্থিত ছিল?
উত্তর: পাহাড়ি এলাকায়।
প্রশ্ন ৩। মাচুপিচু কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: লাতিন আমেরিকায়।
প্রশ্ন ৪। মাচুপিচু ভূপৃষ্ঠ থেকে কত ফুট উচ্চতায় অবস্থিত?
উত্তর: প্রায় ২৪০০ ফুট উচ্চতায়।
প্রশ্ন ৫। মাচুপিচুর নিদর্শন কে আবিষ্কার করেন?
উত্তর: মার্কিন ঐতিহাসিক হিরাম বিংহ্যাম।
প্রশ্ন ৬। হিরাম বিংহ্যাম কত সালে ইনকা সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করেন?
উত্তর: ১৯১১ সালে।
প্রশ্ন ৭। হিরাম বিংহ্যাম প্রথমে মাচুপিচুকে কী মনে করেছিলেন?
উত্তর: ভিলকা বাম্বা।
প্রশ্ন ৮। স্প্যানিশ ডাকাতদলের নেতা কে ছিলেন?
উত্তর: ফ্রান্সিসকো পিজারো।
প্রশ্ন ৯। স্প্যানিশ ডকাতদল ভিলকা বাম্বাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে তারপর কোন শহর প্রতিষ্ঠা করেছিল?
উত্তর: লিমা।
প্রশ্ন ১০। মাচুপিচুর নির্মাণ কাজ কত সালে শেষ হয়?
উত্তর: ১৪৫০ সালে।
প্রশ্ন ১১। মাচুপিচুর নির্মাণ কার নির্দেশে হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়?
উত্তর: ইনকা সম্রাট পাচাকুটির নির্দেশে।
প্রশ্ন ১২। মাচুপিচু কত বছরের মধ্যেই পরিত্যক্ত হয়ে যায়?
উত্তর: শত বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই।
প্রশ্ন ১৩। কোন কারণে মাচুপিচু পরিত্যক্ত হয়েছিল বলে কেউ কেউ দাবি করেন?
উত্তর: মহামারির কারণে।
প্রশ্ন ১৪। কোন আগ্রাসনের সময় মাচুপিচু মহামারির কবলে পড়েছিল বলে ধারণা করা হয়?
উত্তর: ইউরোপীয়দের আগ্রাসনের সময়।
প্রশ্ন ১৫। কোন আক্রমণকারীরা মাচুপিচুর অধিবাসীদের হত্যা করেছিল বলে ইতিহাসবিদরা দাবি করেন?
উত্তর: স্প্যানিশ আগ্রাসনকারীরা।
প্রশ্ন ১৬। ফ্রান্সিসকো পিজারো কত সালে ইনকা সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন?
উত্তর: ১৫৩২ সালে।
প্রশ্ন ১৭। আক্রমণের সময় ইনকা সম্রাট কে ছিলেন?
উত্তর: আটাহুয়ালপার।

প্রশ্ন ১৮। ইনকা সম্রাট আটাহুয়ালপার এর রাজধানীর নাম কী ছিল?
উত্তর: কুজকো।
প্রশ্ন ১৯। কুজকো বর্তমানে কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: পেরুতে।
প্রশ্ন ২০। ইনকা সাম্রাজ্য উত্তরে কোন দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল?
উত্তর: ইকুয়েডর পর্যন্ত।
প্রশ্ন ২১। ইনকা সাম্রাজ্য দক্ষিণে কোথায় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল?
উত্তর: চিলির মধ্যভাগ পর্যন্ত।
প্রশ্ন ২২। ইনকারা কোন পর্বতমালা জুড়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল?
উত্তর: আন্দিজ পর্বতমালা।

--------------o------------

দ্বিতীয় প্যারা
প্রশ্ন ২৩। ইনকারা আনুমানিক কত খ্রিষ্টাব্দে কুজকো উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে?
উত্তর: আনুমানিক ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে।
প্রশ্ন ২৪। প্রথম ইনকা সম্রাট কে ছিলেন?
উত্তর: কাপাক।
প্রশ্ন ২৫। নবম ইনকা সম্রাট কে ছিলেন?
উত্তর: পাচাকুটি।
প্রশ্ন ২৬। পাচাকুটি কত সালের দিকে সাম্রাজ্যের বিস্তার শুরু করেন?

উত্তর: ১৪৩৮ সালের দিকে।

প্রশ্ন ২৭। ইনকা সাম্রাজ্য উত্তর-দক্ষিণে কত মাইল বিস্তৃত হয়েছিল?

উত্তর: ২,৭০০ মাইল।

প্রশ্ন ২৮। উল্লেখযোগ্য ইনকা শাসকদের একজনের নাম লেখো।

উত্তর: মানকো কাপাক।

প্রশ্ন ২৯। টোপা ইনকা কে ছিলেন?

উত্তর: একজন উল্লেখযোগ্য ইনকা শাসক।

প্রশ্ন ৩০। হুয়ায়না কাপাক কে ছিলেন?

উত্তর: একজন উল্লেখযোগ্য ইনকা শাসক।

--------------o------------

তৃতীয় প্যারা

প্রশ্ন ৩১। ইনকাদের প্রথম সম্রাট হিসেবে কাকে দাবি করা হয়?

উত্তর: মানকো কাপাককে।

প্রশ্ন ৩২। কার সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের সন্দেহ রয়েছে?

উত্তর: মানকো কাপাক।

প্রশ্ন ৩৩। কোন শাসকের আমলে স্প্যানিয়ার্ডরা আক্রমণ করেছিল?

উত্তর: আটাহুয়ালপার শাসনামলে।

প্রশ্ন ৩৪। স্প্যানিয়ার্ডরা ইনকাদের কী ক্ষতি করেছিল?

উত্তর: লুটপাট ও তছনছ করেছিল।

--------------o------------

খাদ্য ও কৃষি

চতুর্থ প্যারা

প্রশ্ন ৩৫। ইনকারা কোন প্রাণীর মাংস খেত?

উত্তর: গিনিপিগ ও লামার মাংস।

প্রশ্ন ৩৬। ইনকারা মাছ কীভাবে খেত?

উত্তর: সিদ্ধ করে কিংবা পুড়িয়ে।

প্রশ্ন ৩৭। ইনকাদের প্রিয় হ্রদের নাম কী?

উত্তর: টিটিকাকা হ্রদ।

প্রশ্ন ৩৮। চিচা কী?

উত্তর: ভুট্টা পিষে তৈরি একধরনের তিতকুটে পানীয়।

--------------o------------

পঞ্চম প্যারা

প্রশ্ন ৩৯। ইনকাদের প্রধান খাদ্যশস্য কী ছিল?

উত্তর: গোল আলু।

প্রশ্ন ৪০। ইনকারা কোন কোন ফসল চাষ করত?

উত্তর: ভুট্টা, নানা ধরনের শিম, মিষ্টি আলু, টমেটো, লাউ ও কাঁচা মরিচ।

প্রশ্ন ৪১। পাহাড়িদের প্রধান খাবার কী ছিল?

উত্তর: আলু।

প্রশ্ন ৪২। মাঝারি উচ্চতার ভূমিতে বসবাসকারীদের প্রধান খাদ্যশস্য কী ছিল?

উত্তর: ভুট্টা।

--------------o------------

ষষ্ঠ প্যারা

প্রশ্ন ৪৩। ইনকা যুগে কত প্রজাতির উট জাতীয় প্রাণী ছিল?

উত্তর: চার প্রজাতির।

প্রশ্ন ৪৪। উট জাতীয় প্রাণীগুলোর নাম কী কী?

উত্তর: লামা, আলপাকা, ভিকুনা ও গুয়ানাকো।

প্রশ্ন ৪৫। কোন দুটি প্রাণী আকারে বড় ছিল?

উত্তর: লামা ও আলপাকা।

প্রশ্ন ৪৬। ভিকুনা ও গুয়ানাকো কেমন ছিল?

উত্তর: ছোট ও ছাগলের মতো।

--------------o------------

সপ্তম প্যারা

প্রশ্ন ৪৭। লামাকে কী কাজে ব্যবহার করা হতো?

উত্তর: ভারবাহী পশু হিসেবে।

প্রশ্ন ৪৮। আলপাকাকে কেন পোষ মানানো হতো?

উত্তর: লোমের জন্য।

প্রশ্ন ৪৯। আলপাকার লোম দিয়ে কী তৈরি করা হতো?

উত্তর: গরম কাপড়।

প্রশ্ন ৫০। ইনকারা আর কোন প্রাণী পুষতো?

উত্তর: কুকুর, গিনিপিগ ও হাঁস।

--------------o------------

অষ্টম প্যারা

প্রশ্ন ৫১। ইনকারা কোন প্রাণীর মাংস খেত?

উত্তর: গিনিপিগের মাংস।

প্রশ্ন ৫২। পাহাড়ি পথে চলাচলের সময় ইনকারা কী পরত?

উত্তর: জুতা ও স্যান্ডেল।

প্রশ্ন ৫৩। ইনকা নারীরা কেমন পোশাক পরতেন?

উত্তর: লম্বা একখণ্ড কাপড়ের তৈরি বিশেষ পোশাক।

--------------o------------

 # ধর্ম ও অন্যান্য অর্জন

নবম প্যারা

প্রশ্ন ৫৪। ইনকা নারীরা কীভাবে চুল রাখত?

উত্তর: লম্বা চুল রেখে মাঝখানে সিঁথি করত।

প্রশ্ন ৫৫। ইনকা পুরুষরা চুল কেমন কাটত?

উত্তর: সামনের দিকে ছোট করে।

প্রশ্ন ৫৬। অভিজাত ইনকা পুরুষরা কী পরত?

উত্তর: কানে বিশেষ গয়না।

------------o-----------

দশম প্যারা

প্রশ্ন ৫৭। ইনকাদের রাজ্যে কোন দেবতার মন্দির ছিল?

উত্তর: সূর্যদেবের মন্দির।

প্রশ্ন ৫৮। পূজা কোথায় অনুষ্ঠিত হতো?

উত্তর: মন্দিরের বাইরের চত্বরে।

প্রশ্ন ৫৯। কারা মন্দিরে প্রবেশ করত?

উত্তর: পুরোহিতরা।

------------o-----------

একাদশ প্যারা

প্রশ্ন ৬০। ইনকা রাজ্যের সবচেয়ে বড় সূর্যমন্দির কোথায় ছিল?

উত্তর: কুজকো শহরে।

প্রশ্ন ৬১। মন্দিরে কারা বাস করত?

উত্তর: পুরোহিত ও মন্দিরের কর্মচারীরা।

প্রশ্ন ৬২। সন্ন্যাসিনীরা কোথায় বাস করতেন?

উত্তর: মন্দির সংলগ্ন আলাদা বাড়িতে।

প্রশ্ন ৬৩। সূর্য কুমারীদের আরেক নাম কী ছিল?

উত্তর: মানাকুনা।

প্রশ্ন ৬৪। আকলাকুনারা কারা ছিলেন?

উত্তর: নির্বাচিত নারী।

★★ সূর্য কুমারী বা মানাকুনা নামের চিরকুমারী সন্ন্যাসিনী এবং নির্বাচিত নারীদের কি বলা হতো?

উঃ আকলাকুনারা

------------o-----------

আজটেক সভ্যতাঃ

১. প্রশ্ন: স্প্যানিশ আক্রমণকারীরা কত সালে আজটেক সভ্যতার সমৃদ্ধ নগরের সন্ধান পায়?
উত্তর: ১৫১৯ সালের দিকে।
২. প্রশ্ন: কারা আজটেক নগর থেকে বিভিন্ন সম্পদ লুটপাট করেছিল?
উত্তর: স্প্যানিশরা।
৩. প্রশ্ন: আজটেক জাতির নাম কোথা থেকে শোনা যায়?
উত্তর: মেক্সিকো অঞ্চলের জনশ্রুতি ও কিংবদন্তি থেকে।
৪. প্রশ্ন: আজটেকরা প্রথম কোথায় বসতি গড়েছিল?
উত্তর: আজলটান অঞ্চলে।
৫. প্রশ্ন: আজলটান অঞ্চল কোথায় অবস্থিত ছিল?
উত্তর: মেক্সিকোর উত্তর বা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে।
৬. প্রশ্ন: সভ্যতার বিকাশের শুরুতে আজটেকরা কেমন ছিল?
উত্তর: যাযাবর ছিল।
৭. প্রশ্ন: কোন সভ্যতায় জনসংখ্যা খুব বেশি ছিল না?
উত্তর: আজটেক সভ্যতায়।
৮. প্রশ্ন: খ্রিস্টীয় নবম শতকে কোন সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল?
উত্তর: মায়া সভ্যতার।
৯. প্রশ্ন: মায়া সভ্যতা কোন দুটি অঞ্চলে বিকশিত হয়েছিল?
উত্তর: গুয়েতেমালা ও ইউকাতান অঞ্চলে।
১০. প্রশ্ন: মধ্য মেক্সিকো অঞ্চলের কোন শহরকে কেন্দ্র করে একটি সমৃদ্ধ সভ্যতা গড়ে ওঠে?
উত্তর: তেইদিহুয়াকান শহরকে কেন্দ্র করে।
১১. প্রশ্ন: তেইদিহুয়াকান নগরটি বর্তমান মেক্সিকো সিটির কোন দিকে অবস্থিত ছিল?
উত্তর: প্রায় ২৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে।
১২. প্রশ্ন: মধ্য মেক্সিকোতে নতুন সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল কোন জাতি?
উত্তর: টোলটেক জাতি।
১৩. প্রশ্ন: টোলটেকদের রাজধানীর নাম কী ছিল?
উত্তর: টোলান নগরী।
১৪. প্রশ্ন: বর্তমানে টোলান নগরী কোন নামে পরিচিত?
উত্তর: টুলা।
১৫. প্রশ্ন: মেক্সিকো সিটি থেকে টোলান নগরী কত দূরে ছিল?
উত্তর: প্রায় ৬০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে।
১৬. প্রশ্ন: টোলান নগরীতে কী কী নির্মাণ করা হয়েছিল?
উত্তর: বড় দালান-কোঠা, মন্দির ও পিরামিড।
১৭. প্রশ্ন: টোলটেকরা কার অনুকরণে লেখার কৌশল আয়ত্ত করেছিল?
উত্তর: মায়াদের অনুকরণে।
১৮. প্রশ্ন: টোলটেকরা আর কী তৈরি করতে পারত?
উত্তর: পঞ্জিকা।

১৯. প্রশ্ন: আজটেকরা কী কারণে সমৃদ্ধ নগর ও স্থাপত্য গড়ে তোলে?
উত্তর: বাণিজ্যের প্রসারের কারণে।
২০. প্রশ্ন: প্রায় ১০০০ সালের দিকে কারা আজটেক সভ্যতা ধ্বংস করেছিল?
উত্তর: নহুয়া ভাষাভাষী কয়েকটি জাতি।
২১. প্রশ্ন: কুলহুয়াকান শহর কোথায় গড়ে উঠেছিল?
উত্তর: টেক্সকোকো হ্রদের দক্ষিণ তীরে।
২২. প্রশ্ন: টেক্সকোকো নগর কোথায় গড়ে উঠেছিল?
উত্তর: টেক্সকোকো হ্রদের পূর্ব তীরে।
২৩. প্রশ্ন: কুলহুয়া ও টেক্সকোকোর মানুষ কোন ভাষায় কথা বলত?
উত্তর: নহুয়া ভাষায়।
২৪. প্রশ্ন: অনেকের মতে মধ্য মেক্সিকো অঞ্চলে আজটেক সভ্যতা কারা গড়ে তুলেছিল?
উত্তর: কুলহুয়া জাতির মানুষ।
২৫. প্রশ্ন: কোন কোন গোষ্ঠী মধ্য মেক্সিকো উপত্যকায় অভিন্ন সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছিল?
উত্তর: কুলহুয়া, টেক্সকোকো, টেপানেকসহ অন্যান্য গোষ্ঠী।

২৬. প্রশ্ন: পরবর্তীতে এই সমৃদ্ধ সংস্কৃতির কী নাম দেওয়া হয়?
উত্তর: আজটেক সভ্যতা।
২৭. প্রশ্ন: ত্রয়োদশ শতকে কোন জাতিগোষ্ঠী আজটেক অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে?
উত্তর: টেনোচকা জাতিগোষ্ঠী।
২৮. প্রশ্ন: টেনোচকারা কোথায় বসবাস করত?
উত্তর: টেক্সকোকো হ্রদের মাঝখানের একটি দ্বীপে।
২৯. প্রশ্ন: টেনোচকারা কত সালে তেনোচ্ছেৎলান শহর প্রতিষ্ঠা করে?
উত্তর: ১৩২৫ সালে।
৩০. প্রশ্ন: পরে টেনোচকাদের কী নামে পরিচিত করা হয়?
উত্তর: আজটেক নামে।
৩১. প্রশ্ন: আজটেকদের রাজধানীর নাম কী ছিল?
উত্তর: তেনোচ্ছেৎলান।
৩২. প্রশ্ন: বর্তমান মেক্সিকোর রাজধানী কোন শহরের ধ্বংসাবশেষের উপর গড়ে উঠেছে?
উত্তর: তেনোচ্ছেৎলানের ধ্বংসাবশেষের উপর।
৩৩. প্রশ্ন: বর্তমান মেক্সিকোর রাজধানীর নাম কী?
উত্তর: Mexico City।
৩৪. প্রশ্ন: আজটেক জাতিগোষ্ঠীর বিকাশ কারা ঘটিয়েছিল?
উত্তর: টেনোচকারা।
৩৫. প্রশ্ন: স্প্যানিশরা কত সালে মেক্সিকোতে আক্রমণ চালায়?
উত্তর: ১৫১৯ সালের দিকে।
৩৬. প্রশ্ন: মধ্য মেক্সিকো অঞ্চলে কার আধিপত্য ছিল?
উত্তর: টেনোচকাদের।
৩৭. প্রশ্ন: স্প্যানিশরা সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ কার কাছ থেকে পেয়েছিল?
উত্তর: টেনোচকা রাজাদের কাছ থেকে।
৩৮. প্রশ্ন: স্প্যানিশদের ইতিহাসে টেনোচকা রাজারা কোন নামে পরিচিত?
উত্তর: আজটেক নামে।
৩৯. প্রশ্ন: বর্তমানে আজটেক বলতে কাদের বোঝানো হয়?
উত্তর: টেনোচকা রাজাদের।
৪০. প্রশ্ন: আকামাপিচটলি থেকে শুরু করে কতজন রাজা শাসন করেছিলেন?
উত্তর: প্রায় ১১ জন।
৪১. প্রশ্ন: আজটেকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক অর্জন কী ছিল?
উত্তর: বিশেষ ধরনের ক্যালেন্ডার তৈরি।
৪২. প্রশ্ন: সুদৃশ্য ভাসমান বাগান তৈরির কৃতিত্ব কার?
উত্তর: আজটেকদের।
৪৩. প্রশ্ন: আজটেকরা কীভাবে তাদের শহরগুলোকে সংযুক্ত করেছিল?
উত্তর: প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণের মাধ্যমে।
৪৪. প্রশ্ন: আজটেকদের খেলাটির নাম কী ছিল?
উত্তর: ওল্লামাকে (Ollama)।
৪৫. প্রশ্ন: ওল্লামাকে বর্তমান কোন খেলার আদিরূপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়?
উত্তর: ফুটবল বা সকারের আদিরূপ হিসেবে।
৪৬. প্রশ্ন: আজটেক সভ্যতা কোন দেশে বিকশিত হয়েছিল?
উত্তর: Mexico-এ।
৪৭. প্রশ্ন: আজটেক সভ্যতার রাজধানী তেনোচ্ছেৎলান কোথায় অবস্থিত ছিল?
উত্তর: টেক্সকোকো হ্রদের দ্বীপে।
৪৮. প্রশ্ন: টেক্সকোকো কী?
উত্তর: মধ্য মেক্সিকোর একটি হ্রদ।
৪৯. প্রশ্ন: টোলটেকরা কোন দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যা জানত?
উত্তর: লেখার কৌশল ও পঞ্জিকা তৈরি।
৫০. প্রশ্ন: আজটেক সভ্যতার অন্যতম স্থাপত্যিক অবদান কী?
উত্তর: সমৃদ্ধ নগর ও স্থাপত্য নির্মাণ।

---------------o--------------